



प.  
२०६







শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ।

কুমলতারিণী



শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস বসু কর্তৃক

বিরচিত

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাক্ষিত

চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৫ নং ভবন ।

সন ১২৭৪ চ ই মাঘ ।

এই পুস্তক বাহার প্রয়োজন হইবে বটতলা নজীরাদি  
দোকানে নিম্ন লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলে  
পাইবেন ।

প্রতি খণ্ড ৥০ আনা মাত্র

এক পৃষ্ঠক প্রেরণাবলি ৬ করমাণ্যন্ত মিউ বেকল "এন্ট্রি  
নং মুদ্রিত ৩ ৭ করমাণ্যন্ত অর্থশি শেষপাঠ্য ১১৩৩  
চলোদয় যন্তু অধৈসাসচল বনোপাধ্যায়  
দারা মুদ্রিত,

## বিজ্ঞাপন

চণ্ডিকা ব্রত প্রকাশ্যভিলাষে কমলতারিণী ব্রহ্মল  
যথা সাধ্য ক্রমে বর্ণনা করিলাম। তাঁহারা মহামা-  
য়ার আদেশানুসারে পুনঃ ভ্রম গ্রহণ করত এই ব্রত  
প্রচার করেন। কিন্তু আমি একেবারে নামসসিদ্ধ  
হইতে পারিলাম না। আমি গুণ বিহীন, পাঠক  
মহাশয়েরা সকল দোষ সংশোধন করত এ অভা-  
বনে করুণা প্রকাশ পূর্বক দাখিল করিবেন।  
আপাততঃ ভগ্নোৎসাহ হইরাছি যদিপি কমল-  
তারিণী গ্রন্থখানি কোন মতে মহাশয়দিগের অমৃতঃ  
করণে আনন্দ জন্মাইতে পারে, তাহাহইলে  
আমি অচিরে চণ্ডিকা ব্রত প্রচার করিয়া আপ-  
নাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিব।

৪ মাঘ।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস বসু





## নিষ্পত্তিপত্র ।

অথ গণেশ বন্দনা	১
অথ সরস্বতী বন্দনা	২
অথ গজার বন্দনা	৩
অথ আত্মপরিচয়	৫
অথ গ্রন্থসূচনা	৮
অথ রাণীর গভের সঙ্গার	১০
অথ রাজার মৃত্যু	১৩
অথ কন্যার জন্ম ও রাজ্যপ্রাপ্তি	১৫
অথ মদ্রসেন রাজার কন্যাবর প্রাপ্তি ও তারিণীর জন্ম	১২
অথ বাল্যকৌড়াহলে তারিণীর চণ্ডিকা আরাধনা	১৭
অথ তারিণীর গৃহ গঠন	২১
অথ কন্যার মৃগয়া যাত্রা	২৪
অথ কন্যার দ্রাবিড়নগরে প্রবেশ ও নারী লিঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ	৩৭

## নিঘণ্টপত্র ।

অথ মালিনী কর্তৃক তারিণীর কণা মণন

অথ মালিনীর সহিত রাজার যুক্ত

অথ কমলের কৃত মালাতে তারিণীর  
চণ্ডিকা পূজা

অথ মালিনীর সহিত কথা ও উদাহরণ  
উপাখ্যান

অথ কমলের উক্তি ও তারিণীর স্বপ্নদর্শন

অথ কমল তারিণীর দর্শন

অথ কমলের পরিচয়

অথ তারিণীর পরিচয় ও কমলের মায়া ভঙ্গ

অথ কমল তারিণীর গজকর্কবিবাহ ও মালি-  
নীর সাজা

অথ কমল তারিণীর শৃঙ্গার

অথ দিব্যশৃঙ্গার

অথ দিব্যশৃঙ্গারান্তে তারিণীর মান

অথ তারিণীর মান ভঞ্জনার্থে নাগরের  
সাধনা

## নিষকটপাত ।

অথ তারিণীর মানে কমলের বিদায়	১০৬
অথ কমলের স্বদেশে গমন	১১১
অথ তারিণীর বিচ্ছেদ	১১৮
অথ তারিণী কর্তৃক চৌত্রিশ অঙ্করে চণ্ডি-	
কার স্তব	১২২
অথ মদ্রসেন রাজার অঙ্গদর্শন	১২৬
অথ রাণীর তারিণীকে দ্বিজ্ঞান	১৩০
অথ দ্রুত সহ কমলের দ্রাবিড়নগরে গমন	১৩২
অথ কমল তারিণীর গাত্রে হরিদ্রা	১৩৭
অথ কমল তারিণীর বিবাহ	১৪৫
অথ বাসর বন	১৫১
অথ কমল তারিণীর স্বদেশে গমন	১৫৫
অথ কমল তারিণীর দেহ ত্যাগ	১৬০

## নিষকট সমাপ্ত ।



## অথ গণেশ বন্দনা।

অসংখ্য প্রবর্তি গার, বন্দ্য হৈব গণরায়,

এক দন্ত কুঞ্জর বন্দন।

অক্ষয় কলোবর, চতুর্ভুজ লম্বোদর,

বিঘ্নরাজ অমলার ভূষণ ॥

কিঞ্চব কাপের শোভা, প্রোভে যেন রবি আভা,

গৌতমের গলে সুশোভন।

ভূমি দেব দেব খাতা, অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা,

মর্ত্য দেবের অগ্রেতে গণন ॥

ভূমি ওতু দয়াময়, বিধি বলে বেলে কর,

মর্ত্য অগ্রে তোমাবে পূজয়।

বিপদে মল্লটে পড়ে, তব নাম যদি আর,

সে বিপদে মুক্ত হয়ে যায় ॥

সিদ্ধিদাতা তব নাম, সিদ্ধি কর মনস্কাম,

এ দাসের এই আকিঞ্চন।

পার্শ্বী প্রিয় পুত্রায়,      নম দেব গা  
 'ক' বৃষ্টি বর্ষা ত্রীচরণ ॥  
 জামি ব্যক্তি দীনহীন,      সাহিবুদ্ভি কল  
 তব নাম স্মরিয়া মনেতে ।  
 হীন কুলার অভিলাষ,      পূর্ণ কর মন  
 এই ভিক্ষা মাগি চরণেতে ॥

### অথ সরস্বতী বন্দনা ।

বন্দ্যাত্মা সরস্বতী চরণ বুগলে ।  
 শ্বেত বাস গর। মাতা স্তিতি শতধলে ॥  
 শ্বেতময়ী শ্বেতাঙ্গিনী শ্বেত শত কত ।  
 চরণ বুগলে মায়ের আচে বিকশিত ॥  
 বাকবাচিনী মাতা তুমি বীণাপানি ।  
 জীবে বাক্য দান দিলে বেদ প্রকাশিনী ॥  
 তোমার করুণা যারে হয় মো জননী ।  
 সে জন জগতে মান্য তারে ধন্য গনি ॥  
 দেবগণে কৈলে রক্ষা রাবণ নাশিলে ।  
 বেদ সৃষ্টি করি মাতা ব্যাসে মনর্পিলে ॥

## কমলভারদ্বা

আমার মহিমা মাতা কে বর্ণিতে পারে ।  
 বর্ণিতে পারে তব রূপা হ্রদ পারে ॥  
 কদমে বরদে মাতা দেয়া পলছায়া ।  
 সিক্কনের আকিঞ্চন পুরাও অভয়া ॥  
 শুভ অধিষ্ঠান বান্ধা প্রদায়িনী ।  
 গির নানন পূর্ণ করণো জননী ॥  
 মন এই বলে তব পদতলে ।  
 মন রহে যেন চরণ যুগলে ॥

## অথ গঙ্গার বন্দনা ।

মমাতা সুরেশ্বরী সুর টেম্বলিনী ।  
 মতৌ গঙ্গাকূপে ভরম্ব কপিনী ॥  
 গঙ্গা মন্দাকিনী মাতা দেবে উদ্ধারিনী ।  
 মাতালেতে ভোগবতী মতৌ সুবধনী ॥  
 দেব হইলে মাগো বিষ্ণু পদতলে ।  
 মেলু রাবিল ভক্তা নিজ কুমণ্ডলে ॥



শবিত্ত করিলে মাতা ত্রিপুরা তখন ।  
 অবনীতে আসে তোমার দ্বিগুণ নন্দন  
 তাহার উপমা কল খ্যাত ত্রিপুরনে ।  
 অবতীর্ণ হলে মাতা-মাহার কারণে ॥  
 উদ্ধারিলে তার বংশ গেল স্বর্গবাসে ।  
 অন্যাপি তাহার কীর্তি সর্ব জনে ঘোষে ॥  
 অসীমা মহিমা তোমার কে বর্ণিতে পারে  
 তত্ত্ব জানি ত্রিপুরারি রাখিয়াছেন শিরে ॥  
 সুর শৈবলিনী গঙ্গে ত্রিপুরা গামিনী ;  
 নিরাকার কলময়ী তিনির নাশিনী ॥  
 শত শত মৃতকায় পড়ে তব জলে ।  
 দয়া করি দয়াময়ী করিয়াছ কোলে ॥  
 দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি পির উক্ত শুনি ।  
 মোক্ষপদ পায় জীর পরশিলে পানি ॥  
 নানা তীর্থ জুড়ে মাগো এ মহী মণ্ডলে ।  
 সর্ব তীর্থ কল মাতা কলে তব জলে ॥  
 সর্ব তীর্থ ময়ী গঙ্গে বেড়াগনে শুনি ।  
 দ্বারাতে ত্রিপুরা হলে ত্রিলোক তারিণী ॥

## কবল জারিণীঃ

১৩ পাবনী ধন্যে কলুষ নাশিনী ।  
 ন হরাতে অরঃ আইলো পাবনী ।  
 পাপে পাপী যদি হয় কোন অসৎ ।  
 তটে দেহ যদি কর নাপতন ॥  
 যাসে লভে মোক্ষ শিব উজ্জ্বল ।  
 হেতু তার নাম জ্ঞান জারিণী ॥  
 মারি অহিমা নাতা খ্যাত চরাচর ।  
 র জরি ত্রিপুরারি মাংস গঙ্গাধর ॥  
 নি জতি শি শুনাতি নাহি আনোদয় ।  
 নের অভিলষি পূর্ণ যেন হয় ॥  
 প্রমত্ত বসু ভিক্ষা মাগে করপুটে ।  
 কালে স্থান যেন পাই তব তটে ॥

## জাত্ম পরিচয়ঃ

১৪ হাতে গুণী অনেকাধারে বিদগ্ধ ।  
 রূপেতে করি কিছু আশ্রয় পরিচয় ॥  
 ভেদে ধর্মমূল কলমগর আম ।  
 পল্লি কলমে গোবিন্দপুর নাম ॥

## কদল ডারিগী।

জাতিতে দ্বিজের মাল কায়স্থ কুলেতে ।  
 বনু বংশেতে উদ্ভব গৌতম গোত্রেরে ॥  
 আমা পুরুষ সকলের তথায় বসতি ।  
 তুণে গুণাকর সবে ধর্ম পদে মতি ॥  
 মহা পিতামহ আমার ভাই পঞ্চজন ।  
 কনিষ্ঠ রামকুমার সর্ব্ব কুলকণ ॥  
 প্রকাশিয়া সেই কথা করি নিবেদন ।  
 সৎপ্রতি ধাপধাড়ায় বাহার কারণ ॥  
 গগনে সামান্য গ্রাম কেহ জানে ।  
 আছে নদী দানোদর সুন্দর সেখানে ॥  
 ঐ গ্রাম বাসী আছে দত্ত করেক জন ।  
 জাতিতে কায়স্থ তারা মৌলিকে গগন ॥  
 উপাধি হাজুরা তাঁদের সর্ব্বলোকে জানে ।  
 দয়ালীল পুণ্যবার সেরে দ্বিজসংগে ॥  
 ঐ বংশে হুদররাম হাজুরা বহুসংখ্যক ।  
 এক কন্যা ছিল তাঁর নামিক তনয় ॥  
 রামকুমার বিতা করে সেই কন্যার মিলনী ।  
 যৌবনের কোনেতে মেন লোভে মোদামিলনী ॥

কখন ভাবিনী ।

ভাঁর মস্তে জন্মিলেক চারিটি মন্দন ।

পরম সুন্দর মনে মর্ষি সুমঙ্গল ॥

জ্যেষ্ঠ হৈল রাজচন্দ্র দ্বিতীয় কিশোর ।

তৃতীয় রাইনোহিন্ চতুর্থ দামোদর ॥

এই চারি পুত্র বাস কবেন ভবায় ।

যাভামহের বিষয় পাইল সমুদয় ॥

জ্যেষ্ঠ রাজচন্দ্রের হয় তিনটি নন্দন

বিশেষিয়া সেই কথা করহ অবন ॥

সবকৃষ্ণ ধনকৃষ্ণ আর প্রাণকৃষ্ণ ।

সবকৃষ্ণ ইহাদের সকলের জ্যেষ্ঠ ॥

ভাঁর সম পুণ্যদান কভু দেবি নাই ।

জন্মিলেন নানা ভীষ তার মন্দা নাই ॥

ভাঁর অংশে জন্ম মোরা ভাই চারি জন ।

মর্ষি নিষ্ঠ আমি কেবল আমি হীনজন ॥

নাহি বিদ্যা মুঢ়ামতি নাহি জানোদর

বাল্যকালে পিতা মাতার পরলোক হয় ॥

বিদ্যা শিক্ষা সেকার্য্যেণ সাইবল আমার ।

বাল্যকালে হৈল মোর মন্দারের তার ॥

পিতা নবকৃষ্ণপদ ভাবি মনে মনে ।  
 সংসারের চিন্তা করি অবিহ্বলনে ॥  
 মনে মনে অভিলাস ধরেছে আশীর ।  
 কমল তারিণী লীলা করিতে প্রচার ॥  
 পরাধীন জনের আশা নিক্র নাহি হয় ।  
 সাধিনের সাধ পূর্ণ অবিলম্বে হয় ॥  
 ভাবিয়া চণ্ডীকা পদ পূজে করি সার ।  
 তাঁহার কৃপায় গ্রন্থ হইবে প্রচার ॥  
 পাঠক মহাশয়বর্গে এই নিবেদন ।  
 রচনার দোষাদোষ করেন মার্জিত ॥  
 ইহাতে অশুদ্ধ যদি জন্মজন্মে হয় ।  
 সে দোষেতে নব্বৈ মোরে দিবেন অভয় ॥  
 গুণী জনায় করি আমি অসংখ্য প্রণাম ।  
 মহা মহা গ্রন্থকর্তা হইলেই সাধন ।  
 বর্জমানের সামান্য সে সন্মানবদেব ॥  
 অমৃতপাতি খালি খাড়া হাবেলি জ্ঞানরসায়ন ।  
 তবায় আনিবে সবে একান্তে প্রণাম ॥  
 প্রবন্ধকুমার লক্ষ্যবদ্ধ বসন্তানন্দ ॥

কহে ভাবি চণ্ডীকার করণ স্থানি ।

ধিরচিহ্ন নবকাব্য কমল তারিণী ॥

### এক্সের সূচনা ।

অরুণোদয়গরে রাজ্য অরুণেন নার ।

ভাষীল দয়াবন্ত গুণে গুণধাম ॥

তাপে কার্তিক বীণা অঙ্কুর মৌসুমের ।

কহিতে রাজত্ব করয়ে নিরন্তর ॥

নামে কণ সন রাজ্য নামে চুর্ঘ্যোদয়ন ।

লীলতার চন্দ্র যেন প্রভাতে স্নান ॥

দয়াবন্ত নরপতি সুশীল সুধীর ।

জার পালনে যেন রাজ্য সুখিতিব প্রাণ ॥

দশীল দিতে দ্রিয় গুণে গুণধর ॥

ভীষ সেবন রাজ্য করে নিরন্তর ॥

রবধি করে রাজ্য অতীত যতন ॥

বিশেষে সম্রাটের আশ্রয় কব জন ॥

নিভৃতি অজ্ঞেহত মাখা পিঙ্গল বরণ ।  
 মহাচেজোময় যেন দ্বিতীয় তপন ॥<sup>০</sup>  
 রাজ সভামধ্যে আনি হৈল উপস্থিত ।<sup>০</sup>  
 দেখি সভাসদগণ হৈল চমকিত ॥  
 নিঃশ্বাসন হৈতে বার উঠিল তখন ।  
 ভক্তিভাবে সম্রাসীর বন্দিল চরণ ॥  
 গলে বস্ত্র দিয়া রাজা যোড়হাতে কয়  
 আদ্য মম গৃহেতে বন্ধিবে মহাশয় ॥  
 রাজার পরম আশ্রয় ভীষ্ম মেবন ।  
 মম ভাগ্যে আনিয়াছ করহ প্রীরণ ॥  
 সম্রাসী চাতুর্য করি রাজা প্রতি-কর ।  
 আমার নিরম এক আছে মহাশয় ॥  
 যদিপি আমারে তাহা দেহত রাজন ।  
 তবে আমি তব গৃহে করিম জোজন ॥  
 রাজা বলে কহ শুনি সম্রাসী পোষাই ।  
 মাখা হলে অরুণা পাইবে ঘোর তাই ॥  
 সম্রাসী কহিলে রাজা কহিলি অরুণা  
 পুণ্যবধু তুমি রাজা সান্নিধ্য বিহীন ॥

## কমলতারিণী।

বক্ষঃ চিরি মোরে রাজা দেখত রুধির ।  
 পুঞ্জিব তোমার রক্তে দেব দিগম্বর ॥  
 সম্রাসীর কথা শুনি তবে চমৎকার ।  
 যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করিল হীকার ॥  
 সাধু বলে রাজার সকল বাধানে ॥  
 তুষ্ট হৈয়া সম্রাসী মিলিল সেইখানে ॥  
 স্নানাদি সকল কার্য করে যোগীর ।  
 হেনকালে গেল যোগী রাজার গোচর ॥  
 পূজার সময় মোর হৈল উপস্থিত ।  
 বক্ষঃ চিরি মোরে রাজা দেখত শোণিত ॥  
 আশ্রয় বাঞ্চে নরপতি করি স্নানদান ।  
 শুদ্ধ হৈয়া আইলেন যোগী সন্নিধান ॥  
 ভীক্ষুধার অস্ত্র এক লৈয়া নিষ্কর ॥  
 বক্ষঃ চিরি রুধির দিলেন সম্রাসীরে ॥  
 রাজার সাহস দেখে তবে চমৎকার ॥  
 সাধুবাদনায় সকল কর কার্যকার ॥  
 কণেক বিদ্যে রাজা পাইল চেষ্টন ।  
 সম্রাসীর নিরুত্তেজ করিল গমন ॥



## কমলভোজিনী

পিঙ্গলইয়া যোগি পুজ্য মহেশ্বর ।  
 তলে লগ্ন কৃতবাসে রহে নৃপবর ॥  
 মুখা অস্ত্রে সমাগী দয়ালিন নরন ।  
 দখিলেক সম্মুখেতে আশ্রমি রাজন ॥  
 সমাগী কহিছে রাজা করহ অবগ ।  
 সব শুনে বাকি কামি রহিলু এখন ॥  
 য কর্ম করিলে তুমি রহিল কোথায় ।  
 এই বর দিব তোমায় আদে মৌনান ॥  
 কন্যা পুত্র নাহি তব আদে চিত্তিত ॥  
 এই পুণ্যকলে পুত্র হইবে নিশ্চয় ॥  
 হইবেক তব পুত্র নর্য মুলকন ॥  
 দেখিতে না পাবে পুত্র শুনহ রাজম ॥  
 সব কার্য্য নর্য মাস কর্তব্যতী হইল ॥  
 প্রাণ পরিত্যাগ করে শূর্য্য কর্মকলে ॥  
 কি করিব আমি রাজা আত্ম নিয়ম ।  
 বাহা করি তাহা কুড়ি পুত্রান করবন ॥  
 এক বলি যোগী বর দিলে সমাগ ॥  
 দেখিয়াত নরপতি নরকুলিতী হইল ॥

## কমলতারকা

হাহাকার শব্দ করি উঠিলি রাজস ।  
 কোথা গেল যোগীবর নাহি দরশন ॥  
 মনেই ভাবনা করিছে নরপতি ।  
 শাপ নহে বর যোগী দিল। আমা প্রতি ॥  
 কন্যা পুত্র নাহি মোর আটকুড়া কর ।  
 অবশ্য হইবে পুত্র জানিহু দিগন্ত ॥  
 দেখিতে না পাব পুত্র অদৃষ্টের কলে ।  
 ভাবিতে রাজা নিজালয় চলে ॥  
 বসুন্ধার ভাবি চণ্ডি চামৃণ্ডা কপিণী ।  
 বিরচিত নবকাব্য কমল তারণী ॥



অব রাণীর গর্ভে র সঞ্চার ।

দ্বিঘ ত্রিঘনী ।

শাপে বর পায়ে প্রায়ঃ হরিষ বিমোহ কার,  
 নিজালয়ে করিল সমন ।  
 পাত্র নিরঞ্জন কত, তার নব প্রজা বহু,  
 ডাকইলা জািল ভবন ॥

আগন বৃত্তান্ত যত, রাজা করাইল আত,  
কহিলেন শোণের কখন।

সর্বলোক শুনে বাণি, গত্র হলে রাজরাণী,  
নয় মানে রাজার মরণ ॥

একপে কিছু দিন, গত হয়ে যায় দিন,  
রাজার নিকট কাল হল।

হেথ রাণী অস্তঃপুরে, পূজে দেব মহেশ্বরে,  
পূজ হেতু দিয়া শতধন।

অহরহ সর্বরী, পূজে রাণী ত্রিপুরারি,  
সাত্তকুল হৈলা দিগম্বর।

কহিলেন দৈববাণী, শুনি কহি রাণী,  
হবে পূজ সর্ব গুণধর ॥

যম পূজার পুষ্প লরে, তাহে গজাজল দিবে,  
যাহু দিনে করিবে ভঙ্গ।

কামরে পূজ শুনে, ধরিত্রি পুরিবে বশে,  
নয় মানে রাজার মরণ ॥

শুনিলেন দৈববাণী, বর জ্যোত হৈলা রাণী,  
চলিলেন আগন আগারে।

চিহ্নে রাণী নিরস্তর, দেব দেব মহেশ্বর,

অতীব ভী হইল সত্বরে ॥

তৃতীয় দিনের পরে, শিব পূজা লগ্নে করে,

গঙ্গাজলে করিল স্নান ॥

নির্নিয়োগে পতি মনে, বেহারিল দুইজনে,

রুতি সহ যেমন-মদন ॥

গভীর হৈল সঞ্চার, সবে লাগে চমৎকার,

কানাকানি করিতে লাগিল ॥

পঞ্চমাস উপস্থিত, নূপ দিল পঞ্চামৃত,

নগরেতে মহা কোলাহল ॥

এইকপে সপ্তমাস, আগত অষ্টম মাস,

রাজা ভাবে বিকট মরণ ॥

বত বজ্রবর্গ লরে, ভূপতি আসন্ন হরে,

দ্বিজে দান দেয় অগণন ॥

সুদাস এই বলে, চণ্ডীকার পদতলে,

কৃপা কর শিব সীমন্তিনী ॥

হীন দাসে কৃপা করি, আশ কর গো শঙ্করী,

অন্তরে দিয়া চরণ দুখানি ॥

১. অব রাজার হুঁকুম

অষ্ট দ্বাদশ তৈল দেখি নরপতি ।  
 পাত্রে মিশ্র লয়ে রাজ্য করয়ে যুক্তি ॥  
 মন্ত্রীকে বঁপিল রাজ্য করিয়া যতন ।  
 মম মত কর মন্ত্রী প্রজার পালন ॥  
 আশ্রয় পালনে সবে যে কাণে আহর ।  
 ছিগুণ করিবে তার কহিলু তোমার ॥  
 ছুটের সমন করো সাধুর পুজমা ।  
 দেব দ্বিজ হিংসা না করিবে কদাচন ॥  
 রাণীর গর্ভভে যদি পুত্র জনময় ॥  
 ছাদশ বৎসরে রাজ্য করিবে তাহার ॥  
 এই সব কথা মন্ত্রী করতঃ স্বীকার ॥  
 নতাস্ত করি মন্ত্রী করে অঙ্গীকার ॥  
 যে যেমত যোগ্য ব্যক্তি সভাতে আছিল ॥  
 তেমতি কর্মেতে রাজ্য তাহাে নিয়োজিল ॥  
 সকলেরে শাসন করিয়া নরপতি ।  
 অবশেষে চিন্তে পুনঃ আশ্রয় হুঁকুম ॥

তুলসী মঞ্চবের নীচে করিল আসন ।  
 তাহে বসি নরপতি চিন্তে নারায়ণ ॥  
 দূর কর দিননাথ অগতির গতি ।  
 অধর তরাতে নাম ধর লক্ষ্মীপতি ॥  
 রূপাময় রূপানিধি কেশব কংসারি ।  
 প্রাণ বাহিরায় যেন তরু নাম স্থরি ॥  
 বিজগণে দাম ভূপ দেয় অপ্রমিত ।  
 যেবা যাহা চাহে তারে দেয় মনোনিহিত ॥  
 এইকণে নয় মাস ত্রয়োদশ দিনে ।  
 শরীর ছাড়িল রাজা ভাবি নারায়ণে ॥  
 রাজ্যে যত প্রজানোক করে হাহাকার ।  
 অরাজক হৈল রাজ্য গেল রাজ্যধর  
 কান্দিতে লাগিল যত মুকুন্দ মুকুন্দ ।  
 পাত্র মিত্রগণ কান্দে হৈয়া অচেতন ।  
 অন্তঃপুরে কান্দে রাণী হারায় সবিত ।  
 শরে করাঘাত করে ধূলায় লুপ্তিত ॥  
 কাথা গেলে প্রাণনাথ আশারে ছাড়িয়া ।  
 কিমনে রাখিব প্রাণ তোমা না দেখিয়া ॥

হোখা যত বৃক্ষগণ একত্র হইয়া ।  
 চন্দনাক্ষ যুত আনে দুতে পাঠাইয়া ॥  
 চৌদলে করিয়া নিল রাজার শরীর ।  
 লইয়া চলিল সবে ভাগিরথী তীর ॥  
 রাগিকে লইয়া চলে রত্ন দোলা করি ।  
 গঙ্গাভীরে ভূপতির দাহকার্য্য সারি ॥  
 স্নানাদি তর্পণ শুধা করে সর্ব্বক্ষণে ।  
 কাশ্মিরে সবে আইল ভবনে ॥  
 বসুদাস ভাবি চণ্ডী চান্দ্রা কলিণী ।  
 বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী ॥

অথ কমলের জন্ম ও রাজ্য আদি ।

এইরূপে এক মাস গত হলে পর ।  
 অন্তর্জন্মে আত্ম রাগী করিল সজ্বর ॥  
 বিধিমতে আত্ম আদি সকল করিল ।  
 তিস্রুক দরিদ্র যত দানেতে তুলিল ॥  
 নানা ধন বিতরণ রাজপত্নী করে ।  
 সাধ্য কার কেবা কাহা বণিবারে পারে ॥

## কমল তারিণী

দশ মাস গর্ভ রাণী দেখি মস্তিগণ ।  
 গঠিল স্মৃতিকাগার অতি বিচক্ষণ ॥  
 দশ মাস দশ দিন গত হলে পরে ।  
 এসব বেদনা এলো রাজ্যের শরীরে ॥  
 বেদনার রাজ রাণীর চক্ষে জল পড়ে ।  
 মনে মনে চিন্তে রাণী দেব মহেশ্বরে ।  
 দয়া কর ত্রিপুরারি ত্রিতাপ সংহারি ।  
 এসব বেদনা জার সহিতে না পারি ॥  
 শোনা নান মনে মনে জপিতে জপিতে ।  
 ভূমিষ্ঠ হইল পুঞ্জ শিবের কৃপাতে ॥  
 ভূমিতে পড়িল পুঞ্জ খাত্তী নিল কোলে ।  
 পুণ্ড্রিমার চন্দ্র যেম উদিত ভূতলে ॥  
 সৃষ্টিপন্ন হৈয়া রাণী পড়িল ভূতলে ।  
 খাত্তী বলে উঠ রাণী পুঞ্জ লহ কোলে ॥  
 চেতন পাইয়া রাণী উঠিয়া বসিল ।  
 পুঞ্জমুখ দেখি তাঁর সর্বভুখ গেল ॥  
 পতি শোক পামরিল পুঞ্জমুখ দেখি ।  
 নগর বাসিনী হারী সব হৈল সুখি ॥



ইরিষ বিসাদে রাণী পুজা নিল কোলে  
 লক্ষ লক্ষ চুম্ব দৈন বদন কমলে ॥  
 রাজার তনয় হৈল এই কথা শুনি ।  
 কোলাহল হুতা গীতে পুরিল মেদিনী ।  
 শত্রু মিত্র সবে এস পুজা দেখবারে ।  
 পুজা দেখি সবাকার আনন্দ অন্তরে ॥  
 বিধিমতে জাতকর্ম সকলি করিল ।  
 আটকোড়ঃ বস্ত্রী পুজা সব সাজ হৈল ॥  
 গগন আনিয়ৈ সবে করায় গণনা ।  
 রামপুজের নাম রাখে করিয়া মন্ত্রণা ॥  
 গগন করিছে গণি শুন মহাশয় ।  
 সর্ব জুলক্ষণ এই রাজার তনয় ॥  
 বড়ই ধার্মিক হবে ধর্মপদে মতি ।  
 সনাতন পৃথিবীর হইবেক পতি ।  
 তনয়ের গুণে পূর্ণ হবে ভূগণ্ডল ।  
 অনুমান করি নাম রাখিল কমল ॥  
 দিনে দিনে বাড়ি শিশু চন্দ্রের কিরণ ।  
 ছায়া নামে অন্ন দিল করিয়া বতন ॥

এইমতে কিছু দিন গত হয়ে গেল  
 পঞ্চম বৎসরে তার হাতে খড়ী দিল ॥  
 বিদ্যা শিক্ষায় নিমুক্ত করিল নন্দনে ॥  
~~অন্য না করি~~ শিশু পড়ে রাত্র দিনে ॥  
 নানা বিদ্যা পড়ি শিশু হইল গণ্ডিত ।  
 ক্রম পড়াইতে নারে হেন গুণান্বিত ॥  
 ধনুঃবিদ্যা শিক্ষা টেকল বৈদ চন্দ্রকার ।  
 মর্কট বিদ্যা শিখে শিশু আনন্দ অপার ॥  
 এইমতে এগার বৎসর গত হয় ।  
 পাত্র মিত্রগণ মূবে চিত্তান্ত সুদয় ॥  
 মিনত্রিয়া আনি হৈল যত রাজাগণ ।  
~~অতিবেক কারি~~ তারে করিল রাজন ॥  
 বাদ্যভাণ্ড সিংহনাদ বীরগণ কৈল ।  
 মহা কোলাহল শব্দে পৃথিবী পূরিল ॥  
 প্রজাগণ হলো মুখি রাজা হলো রাব ।  
 লকলে আনন্দ চিত্ত প্রফুল্ল সুদয় ॥  
 পরিম আনন্দে রাজ্য করে নরপতি ।  
 এই ধার্মিক রাজা ধর্মপথে মতি ॥

বহুদান ভবিচণ্ডী চামুণ্ডা কপিণী ।  
বিরচিত নবকাব্য কনক তারিণী ॥

এখ মদ্রসেন রাজার কন্যাবর প্রাণ  
তারিণীর জন্ম ।

ভাবিচ নগর এক অপূৰ্ণ মহর ।  
তথা বাস করে মদ্রসেন নরবর ॥  
নিজ বাহুরলে রাজা পৃথিবী শাসিল ।  
বাজস্বর যজ্ঞ যেন পাণ্ডু গণ কৈল ॥  
তেমতি করিয়া যুদ্ধ মদ্র নরপতি ।  
সমাগরা পৃথিবীর হসেছে ভূপতি ॥  
চণ্ডীকা নামেতে দেবী রাজার গৃহেতে ।  
অসার কুপার রাজা জরী ত্রিজনতে ॥  
অপত্তা বিহীন রাজা নাহি মহোদর ।  
কুঃখচিত্তে নরপতি থাকে মিরস্তর ॥  
এক দিন নরপতি প্রভাতে উঠিয়া ।  
প্রাতঃকর্ম করি ভূমি বেড়ান লসিয়া ॥

নগর বাসিনী এক চণ্ডালের নারী ।  
 প্রভাতে উঠিয়া ভূপে দেখিল সুন্দরী ॥  
 অন্য ক্রীকে চুপেহা কহে চণ্ডালিনী ।  
~~যাক~~ কি বিকলে মোর পোহাল যামিনী ।  
 আঁটকুড়া ভূপে আজ দেখি নু নয়নে ।  
 কি আছে অদৃষ্টে ইহা ভাবি মনে ॥  
 নগর ভ্রমিয়া তবে নরপুতি যায় ।  
 হেন কথা নূপবর শ্রুতিবারে পার ॥  
 শ্রুতি হুঃখ চিত্তে রাজা ভাবিছে অন্তরে ।  
 আঁটকুড়া লোক কেন প্রাণের সংসারে ॥  
 সাত পাঁচ নরপুতি মনেতে ভাবিয়া ।  
~~চণ্ডাল~~ নবীর কাছে হত্যা দিল গিয়া ॥  
 রাণীর সহিত রাজ্য একামন করি ।  
 কহিছে আগারে কৃপা করগে শক্রী ॥  
 কন্যা পুত্র নাহি মোর আঁটকুড়া বলে ।  
 হুই অধমী আমি পূর্ব কর্মফলে ॥  
 কর দয়াময়ী দুর্গতি নাশিনী ।  
 ভয়া অমিকা মাঝা দুঃখ নিবারিণী ॥

অকুর নাশিয়া রক্ষা কৈলে দেবগণে ।  
 শীঘ্রই করিলে রক্ষা দক্ষিণ মশামে ॥  
 শীঘ্রই করিলে রক্ষা রবিণ নাশিলে ।  
 হলাহল নাশে হরে রক্ষা করেছিলে ।  
 বহুদেবে কৈলে রক্ষা বমুনীর জলে ॥  
 শিবাকুপ ধরি ভারে পার করেছিলে ।  
 বাসবে করিলে রক্ষা বধি মহিষাসুরে ।  
 দৈত্যগণ বধি রক্ষা করিলে দেবেরে ॥  
 রূপাময়ী এ দাসেরে হও মা সদয় ।  
 বিপদে শঙ্করী দেমা চরণে ~~সদয়~~ ॥  
 য ভার্য্যা সহিত রাজা বহু কৃতি করে ।  
 সদয় হইয়া দেবী বর দিলে তাঁরে ॥  
 শুন বাছা মজ্জেনে হৈল দৈববাণী ।  
 পুত্র নাহি হবে বাছা হইবে জন্মিনী ॥  
 তার কুপে গুণে পূর্ণ হইবে মেদনী ।  
 জগতে রাহবে খ্যাত দাবত ধরণী ॥  
 মা ভাব্য রাজা যাহ নিজঘরে ।  
 বর লাগে নরপতি আনন্দ আকরে ॥

ভাষ্য সহ নরপতি জাইল যুহেতে ।  
নিজ রাজ্য করে পুনঃ প্রফুল্ল মনেতে ॥  
এক দিন ঋতু স্নান করিলেন রাণী ।  
পতি সঙ্গে রস রঞ্জে পোহায় যামিনী ॥  
~~সেই ঋতু~~ বোগে রাণী হৈল গভ্রবতী ।  
নিরন্তর পুজে রাণী দেবী ভগবতী ॥  
ক্রমে দুই চার মাস গত হয়ে যায় ।  
গভ্র হেরি নরপতি প্রফুল্ল হৃদয় ॥  
বিধিমতে জাতাকর্ম সকলি করিল ।  
দুয় মাসে শুভদিনে স্নান ঋতুগাইল ॥  
সদাই অলস রাণী শয্যা কুমিতলে ॥  
~~পোড়ামাস~~ ঋতু যায় রাণী সন্তোষ অবলে ॥  
দশ মাস দশ দিন শুভদিন এল ।  
এসব বেদনার রাণী অশ্রুর হইল ॥  
কুকারে কাশিতে আরে চক্ষে জলপড়ে ।  
চণ্ডীকার গাদপদ্ম মনে মনে অরে ॥  
ভারাপদ মনে মনে করিতে অরণ ।  
এসব হইল রাণী কন্যা দুর্লক্ষণ ॥

ভদ্রল পায় যেন ভুতলে লোটায় ।  
 গিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয় ॥  
 যি ঘণ্টা লইয়া বাজায় কোন ধনী ।  
 মঙ্গলাচরণ করে দেয় ছলুধনি ॥  
 মুকুট পন্ন হয়ে রাণী ভুতলে লোটায় ॥  
 নিরক্ষিয়া মুখ শশী সব চুখ যায় ।  
 প্রকলিত হয়ে রাণী কন্যা কোণে নিল ।  
 মনঃ চুষ তার বদনেতে দিল ॥  
 জনম হইক রাজ্য শুনিয়া অবগে ।  
 ভ্রমবিত হয়ে চলে কন্যা দরশনে ॥  
 হেরিয়া কন্যার মুখ আনন্দিত রাণী ।  
 কহিলে চণ্ডীকা মোরে হয়েছে সদয় ॥  
 মন্তকে বন্দিনী চণ্ডী চরণ ছুখানি ।  
 বিরচিত নবকার্য কয়ল তারিণী ॥

নন্দন ভট্টাচার্য

অন্ন বান্যকীর্তি হলে ভারিগীর কীর্তি  
আরাধনা ।

ত্রিপদী ।

হরষিত হয়ে রার, বাজীর বাহিরে যার,  
নানা ধন করে বিতরণ ।

গোভূমি রক্তকাক্ষন, দ্বিজের দেয় অগণন,  
সাধ্য কার কে করে বর্ণন ।

তৈল হরিদ্রাদি যত, মিষ্ট অন্ন কত শত,  
প্রতিরক্ষীপদ রাজা দিল ।

নাচে গায় নৃত্যকেতে, বাদ্য বাজে নগরেতে,  
নরপতি আনন্দে ভাসিল ।

জাতকর্ম্ম আদি যত, পূর্ক্সাপর নিরুপিত,  
যজ্ঞীপূজা কৈলা সমাপন ।

হয় মানে নরপতি, হইয়া প্রকুল মতি,  
অন্ন দিলা করিয়া যতন ।

যত জাতিবর্গ মেলি, সবে চরে কুতুহলী,  
প্রোমানন্দে ভোজন করিল ।



তারি আরাধনে নিধি, মিলাইল যদি বিধি,  
নাম তাই তারিণী রাখিল ॥

সবার আনন্দ মনে, বাড়ে কন্যাদিনে দিনে,  
মানা কথা শিখিয়া বেড়ায়।

এই দৃশ্যে গভ হৈল, পঞ্চম বৎসর গেল,  
সখী সঙ্গে সদত খেলায় ॥

খেলে যত সখী মিলে, সবারে তারিণী বলে,  
শুন সখী সকলেরে কই।

আজ সবে খেলা ত্যজি, চলগো চণ্ডীকা পূজি,  
এই খেলা খেলিবে—~~এই~~ সই ॥

শুভে চণ্ডী নিরন্তর, সবে মাগি ~~এ~~ বর,  
হবে গতি মনের মতন।

এই যুক্তি তার বলি, সবে হয়ে কুতূহলী,  
সকলেতে চলিল তখন ॥

আনন্দ হয়ে অন্তরে, চলে পুষ্প তুলিবারে,  
পুষ্পোদ্যানে গমন করিল।

ভ্রোলে পুষ্প নানাজাতি, মলিকা মালতী যাতী,  
কেহও বুঝে বিলম্বন ॥

তুলিয়া পুষ্প সজ্জারে, চলে স্নান করিবারে,

কন্যাগণ হয়ে শুদ্ধাচার।

বড় ভয়ানক স্থান, দেবী বথা মূর্তিমান,

দেবে গেল মন্দির ভিতর ॥

জবা জাহ্নবীর জল, সচন্দন বিলম্বল,

মনে করে চরণে জাগল।

পূজা সাজ হৈলে পর, যোড়হাতে মাগে বর,

দেহ পতি সর্ব সুলক্ষণ ॥

হেমমতে কন্যাগণ, পূজে চঞ্জীকা চরণ,

কেহ পুনঃ না আইল।

রামবালা নিরবধি, পূজে দেবী হেমবতী,

বালাক্রীড়া সকলি ছাড়িল ॥

হয়ে কন্যা একাধারি, পূজে দেবী মহেশ্বরী,

দেখি রাণী কহিছে কনারে।

শুখাইল শশীমুখ, কেন বাছা হেন ভূষণ,

হেন খেলা কে শিখালে তোরে ॥

জার বত কন্যাগণ, পূজা করি এক দিন,

সকলেতে নিরন্তর হইল।

তুমি কান্দ মাঁহি হও, মতা করি ঘোরে কও,

সদত যে দেখি মা চক্ষুনা।

শুনিলে মায়ের বাণী, মৃদুস্বরে কহে ধনী,

বলে মাতা করি নিবেদন।

পতি হেতু আরাধনা, পুজি মাতা ত্রিনয়ন,

নিতা নিতা করিব শ্রুজন ॥

আপনি পিতাকে বলি, দেহ এক গৃহ তুলি,

চণ্ডীকার বাটীর মধ্যেতে।

মনোনীত দানী লয়ে, প্রজিব চণ্ডীকা গিয়ে,

কহ আর না পাবে ঘাইকৈ ॥

এহা যদি না করিবে, নিশ্চয় জানিবৈ তবে,

ছাড়িলাম জীবনের আশ।

মতুবা গরল খাষো, জীবনেতে কাঁপ দিব,

অনলেতে করিব প্রবেশ ॥

শুনিলে কন্যার কথা, রাণী মনে পেয়ে ব্যাধা,

কেন বাছা নিষ্ঠুর কহিলে।

গত্রে দিব অট্টালিকা, পুজা কর মা চণ্ডীকা,

এত বলি কন্যা নিল কোলে ॥

কবচ ভাঙ্গিণী ।

মইরা নিজ কঙ্কণ, সুবংশী বহাইল,

ঘন চুইল বদন ।

মিস্ত্রী সানিও আনি, কনারে দিলেক রাণী

জতনেতে করায় ভোজন ॥

বসুদাস এই বলে, চণ্ডীকার পদতলে,

ধামে দিয়া দর গো জননী ।

কোনজন্মের অভিনাব, পূর্ণ কর যন আশ,

অন্তে দিও চরণ করণী ॥

অথ চণ্ডীকার পুজ পটন ।

নিশিযোগে রাজপত্নী কহিল রাজারে ।

তব কন্যা চণ্ডীকার পুজে নিরন্তরে ॥

না করে আহ্নার কন্যা না করে শয়নে ।

সদত পুজয়ে কন্যা চণ্ডীকা চরণ ॥

আমারে কহিল কন্যা অন্য দিবসেতে ।

বথারকণ্ঠী চা নাতা আছে যে গৃহেতে ॥

এই পুরীর মধ্যে এক গৃহ দেহ করি ।  
 সমীপে লয়ে আমি পুজিব শঙ্করীণ ।  
 ইহা যদি না করিবে নিশ্চয় জানিবে ।  
 অবশ্য জাজিবে প্রাণ কন্যা নাহি পাবে ।  
 বদ্য সোভাগের কন্যা দিয়াছেন বিধি ।  
 তারা আরাধনে বোরে দিগাইল বিধি ॥  
 দেবীর বাটীর মধ্যে আছে রম্যস্থান ।  
 তারিণীর গৃহ কথা করহ নির্মাণ ॥  
 চতুর্ক দিয়াছে কন্যা সদর ছইয়া ।  
 পুজিবে চতুর্ক মাতা প্রিয়সখী লৈয়া ॥  
 এইরূপে ছই জনে কথোপকথনে ।  
 আনন্দে শঙ্করী মুখে পোহার ছজনে ॥  
 প্রভাতেতে সিংহাসনে বসি নরবর ।  
 গঠিতে তারিণী গৃহ ছইল তৎপর ॥  
 দিব্য এক গৃহ রাজা দিল করাইয়া ।  
 তাহে বসি পুজে কন্যা মহেশ্বর জায়ী ॥  
 প্রিয়সখী তারিণীর যাহা আছিল ।  
 সেই পুরিমধ্যে তারা সকলে আছিল ॥

আরেতে রহিল আমি কত নারীগণ ।

শুরুষ বাইতে তথা হইল বারণ ॥

হেনমতে ছাদমণ বৎসর গত হল ।

অশ্রুচীত তারিণীর যৌবন কমল ॥

সিঁদুর তেজু নরপতি চিস্তিত হৃদয় ।

সোণাপাত্র স্থানে শুভিলা বেড়ায় ॥

এক দিন কল্যাণারে গেলেন রাজন ।

কহিছে তোমার বিত্তা দিব বাঁহাধন ॥

সাজ অনেক করি তাহার কারনে ।

কতা করে কহ বাছা কিবা ভয় মনে ॥

তারিণী কহিছে পিতা বলি গো তোমার ।

যাবৎ চণ্ডীকা বর না দেন আমার ॥

তমবাধি বিত্তা আমি কজু নাহি কার ।

দেখ দেখি দয়াময়ী কি করে শঙ্করী ॥

এইতো প্রতিজ্ঞা পিতা করেছি এখন :

মস্তুর সাধন কিম্বা শরীর পকন ॥ ১১

হা শুনি নরপতি নিঃশব্দে রহিল ।

পুন আনয়ে রায় ঘুরিতে আইল ॥

কদে ভাবি চিত্তীকার চরণ দুখানি ।  
বিরচিত নব কাব্য কমল তারিণী ।

অথ কমলের মৃগয়া যাত্রা

হেথার করেন রাজ্য কমল নৃপতি ।  
বড়ই ধার্মিক রাজা ধর্মপদে মতি ॥  
এক দিন কহে রাজা বত সভাজনে ।  
কলা মবে যাই চল মৃগয়া কারণে ॥  
রাজার পাইয়া আজ্ঞা বত মৈন্যাগণ ।  
সকলেতে আনানিতে করিল সাজন ॥  
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথাকীড়ে ।  
নানা অস্ত্র তোলে কেহ রথের উপরে ॥  
রাজার আছরে এক অশ্ব মনোহর ।  
ঐরাবত সম অশ্ব পূরম সুন্দর ॥  
পক্ষি রাজ্য নাম তার ভুবনে বিদিত ।  
ছয় দিনে যায় যোড়া ছমাসের পথ ॥  
সেই বাজী পূর্তে রাজা করি আরোহণ ।  
চলিলেক নরপতি মৃগয়া কারণ ॥

সৈন্যে সাক্ষিরা চলে কমল নৃপতি ।

অতিশয় দূর বনে করিলেক গতি ॥

সেই বন মধ্যে এক আছে দিবা স্থান ॥

দেখিল আশ্চর্য্য পুরী অপূর্ণ নিরীক্ষণ ॥

কো দূরে প্রাচীর উচ্চ অতি ভয়ঙ্কর ।

পুরী দেখি সভাকারে লাগে চমৎকার ॥

ক্রমেই গেল সবে পুরীর দ্বিতর ।

না দেখি মনুষ্য সবে চিহ্নিত অন্তর ॥

সেই পুরী মধ্যে সবে রহে স্থানে স্থান ।

রুক নৈয়া সেই স্থানে করে জ্ঞানদান ॥

খাদ্য দ্রব্য সকলোতে যাহা লয়েছিল ।

সেই স্থানে বসি সবে ভোজন করিল ॥

সাঁকনের পুরী সেই থাকয়ে রক্ষসে ।

দাইল রক্ষসগণ দেলা অবশেষে ॥

দেখিল মনুষ্যাগণ পুরীর মধ্যেতে ।

সিংহনাদ করি তারা ধাইল দ্বরিতে ॥

রক্ষস দেখিয়া রাজা মনে পায় ভয় ।

লে এইবারে রক্ষা কর দয়াময় ॥



যব মৈন্য ভূপতির পলাইয়া গেল ।  
 একেশ্বর নরপতি তথায় রহিল ॥  
 রাজার বাণের শিক্কা বড় চমৎকার ।  
 সন্ধান পুরিয়া রাজা মুকিলেক শত্রু ॥  
 বাণে বাণে জঞ্জর করিল সবাকারে ।  
 ভয়েতে রাক্ষসগণ পলাইল দূরে ॥  
 একটা রাক্ষস ছিল বলে বলদান ।  
 মুন্সিবারে যে রাক্ষস হৈল আশ্রয়ান ॥  
 উপাধিয়া রক্ষ এক মারে ভূপতিরে ।  
 রক্ষাঘাতে পড়ে রায় অশ্বের উপরে ॥  
 রাজারে লইয়া জন্ম পলাইয়া যায় ।  
 পশ্চাৎ রাক্ষসগণ মারিবারে ধায় ॥  
 দেখে চক্ৰীর খেলা কে বুঝিতে পারে ।  
 উপনীত হৈল জন্ম জাবিড় নগরে ॥  
 ক্রমে জাবি চক্ৰীকার চরণ ছুখানি ।  
 বিরচিত নরকাব্য কমল তারিণী ॥

অথ কমলের জীবিত মগরে প্রবেশ ও কামিনী

নীর সন্নিহিত মাফাৎ ।

বাকী পৃষ্ঠে নরপতি আইল চেতন ।

না দেখে রাক্ষস পুরী নাহি সৈন্যগণ ।

নগর দেখিয়া রায় ভাবিতে লাগিল ।

কোথা আইলান আমি সৈন্য কোথা গেল ॥

রাজপুরী দেখি রায় হৈল আনন্দিত ।

চতুর্কা দেবীর পুরী দেখে আশ্চর্যত ॥

বাকত্র সন্নিহিত পুরী অতি ভরস্কর ।

পশ্চিম দিকে দেখে সরোবর ॥

কদম ফুলেতে রায় অশ্বেরে বান্ধিল ।

আহু হয়ে নরপতি ভলেতে বসিল ॥

রাক্ষসের যুদ্ধে রায় করেছে দুর্বল ।

সরোবরে গেল রাজা খাইবারে জল ॥

সরোবর পশ্চিমেতে পুষ্পের উদ্যান ।

কারা নামে মালিনীর তথা বাসস্থান ॥

জল পান করি রায় কুলেতে আইল ।

ফল ভলায় রায় বসিয়া রহিল ॥

ত্রেনকালে আলিনী আইল তথাকারে ।  
 কলনী কক্ষেতে করি অল আনিবারে ॥  
 রাজার নন্দনে দেখি কদম্বের মূলে ।  
 কলনী কক্ষেতে বুড়ী এল তার তলে ॥  
 পূর্বা দেশ মালিনীর গেছে দিনকাল ।  
 বৃদ্ধকালে বুরী তবু করে ঠাকুরাল ॥  
 দ্বিজাঙ্গিল কেবা তুনি এলে কোথাকারে ।  
 কিসের কারণে এলে এই সরোবরে ॥  
 অনুমান করি হবে রাজার নন্দন ।  
 কিবা নান ধর তুনি কোথা নিকেতন ॥  
 কমল কহিছে আমি রাজার নন্দন ।  
 জরন্তি মগরেতে আমার নিকেতন ॥  
 জয়ৎসেন নামে রাজা আছিল তথায় ।  
 কমল আমার নাম, তাঁহার তনয় ॥  
 মাজিরা আইলু আমি লয়ে সৈন্যগণ ।  
 দূর বনে গিয়াছিলাম মৃগয়া করণ ॥  
 রাক্ষসের সনে বুদ্ধ বনেতে হইলাম ।  
 রাক্ষসের বৃক্ষাঘাতে শরীর ভেদিলাম ॥

সুদীর্ঘ হইয়া পক্ষি অশ্বের উপরে ।  
 অশ্ব আনিয়াছে মোরে এইত নগরে ॥  
 কাহার রাজত্ব এই রাজ্যে ব' কেমন ।  
 পুত্র কন্যা ভূপতির আছে কয় জন ।  
 ক' পাটরাণী রাজার কেব' মোহাগিনী ।  
 দয়া করে কহ দেখি তব মুখে শুনি ॥  
 রাজপুরে থাক তুমি নালন্দা নিবাসী ।  
 মাতৃ সম্বোধন তুল্য হলে তুমি নাসী ॥  
 কমলের বাক্যে তারা হৈল আনন্দিত ।  
 স্বামীর গুণে রামা কহিছে স্বরিত ॥  
 তব বাক্যে মমালন্দ হইল অধরে ।  
 আমারে বলিলে নাসী যদি দয়া করে ॥  
 মম গৃহে বঞ্চ বাপু আজ্ঞাকার রাণ্ড ।  
 এখানে দেখিলে প্রাণ বধিবে ভূপতি ॥  
 পুরুষ আনিতে নারে এই নরোবরে ।  
 তুমি যেথা এলে বাছা কেমন প্রকারে ॥  
 এই গুরী মধ্যে বাছা রাজবালা আছে ।  
 কহ না আনিতে নারে এই গুরী মাঝে ॥

## কমল তারিণী ।

৩৮    সপ্তাহে দে নব কথা কহিব তোমায়ে ।  
 আমার যুগেতে চল নারীকপ ধরে ॥  
 নারী বই পুরুষ আনিতে মায়ে হেথা ।  
 পুরুষ দেখিলে রায় কাটে তার মাথা ॥  
 নারীবেশে গেল রায় মালিনীর সনে ।  
 অশ্বেরে জুড়ায় রাখে পুণের উদ্যানে ॥  
 নারী কণে নরপাত রহিল তথায় ।  
 নিশিযোগে দুইজনে পরিচয় হয় ॥  
 রায় বলে কহ মাসী ছিড্যানি তোমায়ে ।  
 রাজার বৃদ্ধান্ত মাগী কহিবে আমায়ে ॥  
 মালিনী কহিলে বাপু কর অশ্রুধার  
 বড়ই ধার্মিক রাজা বাসব সমান ॥  
 স্বৈতেজে করেন রাজা মদ্র নরপতি ।  
 ধর্মশীল দয়ালু বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥  
 কন্যা পুত্র নাহি ছিল এক পাটরাণী ।  
 অর্ধেক বয়েস রাণী বড় সোহাগিনী ॥  
 নিত্য নিত্য চণ্ডীকান্ত পুজি নিরন্তর ।  
 সদয় হইয়া দেবী দিয়াছেন বর ॥

করী বরে এক কন্যা হরেছে রাঁজার ।

কৈ মূখে কপ জগ কত কব তার ॥

কল্যাণ বৎসরাবদি পুতে কাত্যাবনী ।

কলীর বাটির মধ্যে আছে সেই ধনী ॥

কি নাহি করে কন্যা দেখে যৌবনী ।

কল্যাণ করায়নে নয় রেখেছে তারিণী ॥

কলন মূল্য নারী না মৈত্রি মূল্য করে ।

কলি কপ বর্ণিবারে হারি নাথ্য পারে ॥

কলীকা পুত্রির মধ্যে তারিণীর পুত্রী ।

কলীগণ আছে তবে হইয়া জাহরী ॥

কলি নামী পঞ্চজন সদা থাকে কাছে ।

কলি না দেখি নারী ক্ষতিতল মাঞ্জে ॥

কলিনেতে বসি গিহি গঠেছে তাহার ।

কলেক হেরিলে তারে ভোলা নাহি যায় ॥

কলি যোগাই মালা পূজার কারণ ।

কলি আছে যেতে তাই যাই বাছাধন ॥

কলিৎ বর্বিৎ কপ জুন দিয়া মন ।

কলান রচে ভাবি চতীকা চরণ ॥

অঙ্গমানী কর্তৃক ত্রিগীর রূপ বর্ণনা ।

লক্ষ্মী-ত্রিগীর ।

তবে তাতা কর,      শুভ পৱিচর,  
সে কণ বর্ণিতে নারি ।

দেখি তার বর্ণ,      লাজ পেয়ে স্বর্ণ,  
অনলে রহিল নারি ॥

বিদ্যুৎ বর্ণনা,      দিনমণি যিনি,  
হেন মনে জ্ঞান হয় ।

বদন কমল,      যিনি শতদল,  
প্রস্তুতি হয়ে রয় ॥

কুরঙ্গ নয়নী,      সে বিধু বদনী,  
আহা নারি কিবা কেশ ।

কলুভব হয়,      মেঘ চাঁপা রয়,  
লাজেতে পলার শব ॥

যিনি তিলফুল,      নারিকু মণ্ডল,  
অপকুপ শোভা তার ।

হাস্যি প্রভায়, চপলা খেলার,

কুখা বরিষরে আর ॥

অনি তার বাণী, মনে অনুমান,

পিকবর মনোহুখে ।

পলাইয়া যায়, তথা নাহি রয়,

বুকে মনে অধোমুখে ॥

কিনা পদোপদী, অতি মনোহর,

নিভান্ধলী সেই ধনী ।

পদাখাপরে, তারা শোভ করে,

হেন মনে অনুমান ॥

দেখিয়া গমন, হৃৎসের রোমন,

অভিমানে গেল কলে ॥

রবি মহাশয়, করে প্রকাশয়,

নিশাপতি আছে ভালে ॥

কটিদেশ দেখি, পশুরাজ হুখি,

পলাইয়া গেল বনে ।

দেখিলে সে ঠাম, উথলয়ে কাম,

পুরুষ কি বঁচে প্রাণে ॥



সে কপ ভুলনা,      কি দিব ভুলনা,  
 ভুলনা সেই ধনী,  
 সে নব যৌবনী, ত্রৈলোক্য মোঠনী,  
 হেরিলে মোহিত প্রাণি ॥  
 হেরিয়া সে ঠাম,      লাজ পেয়ে কাম,  
 ফুলধনুঃ ফেনে দিরে ।  
 রুতিরে লইলে,      যায় পলাইয়ে  
 মনে মনে লাজ পেয়ে ॥  
 হেরিলে তাহাণ,      ভোলা নাহি যায়  
 সে কপ লাবণ্য দেখে ।  
 কিবা সে বচন,      করিলে অবণ,  
 পান করি সুখা রেখে ॥  
 সে কপ বর্ণিতে,      নারি কদাচিত্তে,  
 কি বর্ণিব কিবা জানি ।  
 বসুদাস কর,      দেহ পদাত্মর,  
 দিনহীনে গো ভবানী ॥

---

## অথ নাজিনীর সহিত রাজার যুক্তি ।

—১৪৮—

নাজিনীর বুঝেঞ্জনি কপের কখন ।  
মিনতি করিয়া কহে রাজার নন্দন ॥  
কহ মানী কোথা আছে সেই বসবতী ।  
জাশা পূর্ণ হর দেখাইতে পার যদি ॥  
নাজিনী কহিছে বাপু হরহ জীবন ।  
বাল্যাবধি পূজে কন্যা চতুকা চরণ ॥  
সেই পুরীমধ্যে আছে তারিণীর পুরী ।  
চতুকা পূজয় কন্যা সজে সংচরী ॥  
যান দেহ সরোবরে প্রভাৎ আইসে ।  
নাজীগণ তারিণীকে ঘেটে আশে পাশে ॥  
সেই কালে দেখাইতে পারি বাছাধন ।  
নারীবেশে মম গৃহে করহ বঞ্জন ॥  
অশ্বেরে পাঠারে দেহ দেশে আপনার ।  
"সাধনাতে কার্য সিদ্ধি কহিলাম সার ॥  
পুরুষ যদিপি ভূপ দেখে সরোবরে ।  
বধিবে তোমারে রাজা বধিবে আমারে ॥

কমল কহিছে মাগী এই বৃত্তি নার ।  
 বিপদমতে মহামারী করিবেন পার ॥  
 এইরূপে দুই জনে নানা কথা কর ।  
 নিশি পোহাইল হৈল আদিত্য উদয় ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা ভাবে মনেনন ।  
 শ্রিয়মৎ মন্ত্রী রাজার ছিল বেই জন ॥  
 নিজ বিবরণ রাজা লিখিল তাহারে ।  
 পত্র লিখি বান্ধি দিল অশ্ব ভালোপারে ॥  
 অশ্বেরে কহিল রায় দেশে যাহ ভূমি ।  
 কার্য্য নিদ্ধি না হইলে নাহি যাব জানি ॥  
 রাজা নমস্কারি অশ্ব চলিল তখন ।  
 মহাবেগে অশ্ববর করিল গমন ॥  
 এখানে তারার ঘূহে রহে নৃপবর ।  
 দ্রাজিলেক নারীকপু দেখিতে সুন্দর ॥  
 নারীবেশে নরপতি রহিল তথায় ।  
 অরক্ষী নগরে তবে উত্তরিল হয় ॥  
 নকলেতে খেদানিত রাজার কারণ ।  
 হাহাকার করি কান্দে যত সেনাগণ ॥

রাক্ষসের যুদ্ধে প্রাণ হারায় ভূপতি ।  
 ই কথা সর্বজন করয়ে পেয়াতি ॥  
 স্নানঃপুরে কান্দে রাণী শোকে অচেতন ।  
 কেশ খোল ওরে বাছা নৃগয়া কারণ ॥  
 শিখ বরে পেয়েছিহু তোমা ছেন নিধি ।  
 দিগে পূজ করে নিধি নিমাক্ষণ বিধি ॥  
 সতি শোক পানরি হোমারে দেখিয়া ।  
 তুমি ছেড়ে গেলে বাছা বাঁচি কি লাগিয়া ।  
 অনগে পানিব বিষা ব্যাধ দিব জমে ।  
 জাঁটকড়া হইলাম পূর্য্য কর্ম্মকলে ॥  
 দুনার লুপ্তিত রাণী পাগলিনী প্রায় ।  
 পাত্র নিঃসরণ আদি রাণীরে বুঝায় ॥  
 না কান্দে রাণী স্থির কর মন ।  
 দূত পাঠাইনু মোরা জানিতে কারণ ॥  
 অস্ত্র শিকা জানে রাজা বুকে বৃহস্পতি ।  
 রাক্ষসের যুদ্ধে রাজা পাবে অব্যাহতি ॥  
 ছেনকালে উপনীত হইলেক হয় ।  
 দেখিয়া সবার হৈল বিস্ময় হৃদয় ॥

অঞ্চতালে বাঁকা আঁচে দেখয়ে লিখন ।  
 বাহ্যারে লিখিল পত্র নিল সেই জন ॥  
 পত্রপাঠে মন্ত্রীবর স্থির করে মন ।  
 প্রবোধিয়া সকলেয়ে কহিল তখন ॥  
 পত্র লয়ে মন্ত্রীবর গেল অন্তঃপুরে ।  
 বিশেষিয়া সব কথা কহিল রাণীয়ে ॥  
 রাক্ষসের যুদ্ধে রায় পেয়েছে নিষ্কৃতি ।  
 জ্যাবিড় নগরে জাসি রয়েছে ভূপতি ॥  
 আমাদের লিখিল রাজা সব বিবরণ ।  
 এই দেশ ভূপতির হস্তের লিখন ॥  
 হেথায় আসিবে রাজা কিছুদিন পরে ।  
 বাস্তব না করিহ কথা না বলিহ কারে ॥  
 কহিলেক মন্ত্রী যদি সব বিবরণ ।  
 শুনিয়া প্রকুল রাণী হইল তখন ॥  
 আর যত প্রবাসী শাস্ত্রনা হইল ।  
 মহারাজী মায়া হৈয়া উঠিয়া বলিল ॥  
 বনুদাস ভাবি চণ্ডী চান্দ্রা কপিলী ।  
 বিরচিত নবকায় কমল তারিণী ॥

অথ কমলেন কৃত মালাতে তারিণীর  
চন্দ্রিকা পুঁজা।

হেথায় তারার শূঁহে বসে নরপতি ।  
বন ঝাঁপলিয়া তারা করল খেঁচতি ॥  
নিভা তারিণীরে মালা মালিনী যোগায় ।  
এক দিন মালিনীরে কহিতেছে রায় ॥  
আমি মাসী মানা আমি গাঁথিব যতনে ।  
এ মালা পাইলে কন্যা চর্য হবে মনে ॥  
এত বলি পুষ্প রায় তুলিয়া আনিল ।  
বিনা হুতে হার এক যতনে গাঁথিল ।  
কি দিব হারের তুল্য মনোহর শোভা ।  
হেরিলে মোহিত মন ঘুরি মনোলোভা ॥  
মালিনীর হস্তে মালা দিলেক রাজন ।  
দেখিয়া বিস্ময় হৈল মালিনীর মন ॥  
পুষ্পডালা সাজাইয়া মালা লৈয়া তার ।  
তারিণীর বাটি তারা কুল দিতে যায় ॥  
সখী সঙ্গে আছে রামা আপন আগারে ।  
ধিরে গেল তারা পুষ্পডালা করে ॥

মালিনী দেখিয়া কহে রাজার নন্দিনী ।  
 আজি কেনে বেলা আই কহ দেখি শুনি ॥  
 হরেছে সমস্ত মোর দেবীর পুজনে ।  
 পুষ্প না আইল কেনে ভাবিতেছি মনে ॥  
 মালিনী কহে শুন রাজার নন্দিনী ।  
 পুষ্প তুলি করিলাম চিকণ গাঁথনি ॥  
 মনোমীতে মালা গাঁথি দিবস রজনী ।  
 এই মালা বহু মর পুজ কাভ্যায়নী ॥  
 তারিণীর হস্তে মালা দিলেক মাগিনী ।  
 মালা দেখি সবিস্ময় রাজার নন্দিনী ॥  
 কহ আই এই মালা কেবা গাঁথিয়াছে ।  
 মতাকরি তুমি আই বল মোর কাছে ॥  
 তোমার গাঁথনি মালা নহে কদাচন ।  
 মালা দেখি প্রকুল্লিত হৈল মন মন ॥  
 মালিনী কহিছে শুন বলি পারচর ।  
 বনবী জামার এক এসেছে জাগর ॥  
 সেই মালা গাঁথিলেক করিয়া যতন ।  
 আনিলাম মালা আমি তোমার কারণ ॥

তারিণী কহিছে আই জিজাসি তোমায়ে ।  
 কোথা তার নিকৈতন থাকে কোথাকারে ॥  
 মালিনী চতুর বড় করে চতুরালি ।  
 সুনগো মাতিণী তার পরিচর বলি ॥  
 জয়ন্তী নগরে রাজা জয়ন্তেন নাম ।  
 তাঁর পুত্র কমল কান্টে গুণবান ।  
 তাঁর গৃহে নিরোজিত ছিল দানীপণে ।  
 বিবাগী হইয়া নাছা এসেছে এখানে ॥  
 বাল্যকালে নিরবধি করেছি পালন ।  
 দেখিতে এসেছে মোরে তাহার কারণ ॥  
 যিত নাহি করে কেনা মনে কি ভেবেছে ।  
 যৌবন কমল এবে আকাশ হরেছে ॥  
 তারিণী কহিছে আই বলিগো তোমায়ে ।  
 কবার দেখাইতে পার যদি তারে ॥  
 হতবে বুঝি দাসাকর্ম ভাল জানে ।  
 হু করি রাখি তারে মম নিকৈতনে ॥  
 রদানী করি তারে রাখিব যতনে ।  
 হু দেখি বড় মম প্রীত হৈল মনে ॥



কল্য তাহে আন হেথা করিব দর্শন ।  
 এত বলি মালিনীয়ে পাঠায় তখন ॥  
 রাজার নৃসিংহী ভবে সেই মালা লয়ে ।  
 চণ্ডীকা পূজিতে যার আনন্দিতা হরে ॥  
 অবা জাহ্নবীর জল নান উপচারে ।  
 বেদ বিধিমতে রামা পূজে চণ্ডীকারে ॥  
 চন্দনে মাথয়ে মালা সহ গঙ্গাজলে ;  
 কমলের গাঁথা মালা দিল পদতলে ॥  
 পূজা সাজ করি রামা করয়ে স্তবন ।  
 দরাসয়ী কর দাসীর ছুঃখ নিবারণ ॥  
 দুর্গতি নাশিনী দুর্গা বেদে বলে শুনি ।  
 বরদাতী বরং দেহী আমি অর্তাগিনী ॥  
 পিতা মাতা ছাড়ি শীবে আছি মা হেথায় ॥  
 সর্ব সুখ ছাড়ি মিলাম চরণ আশ্রয় ॥  
 ভ্রমসয়ী ঘুচাও মা মনের খেদন ।  
 মনোমত দেহ পতি সর্ব সুলক্ষণ ॥  
 হেনমতে রাজবাল বহু স্তুতি করে ।  
 পূজা সাজ করি গেল আপন মন্দিরে ॥

১০ গৃহে আস্ত হয়ে বসিল তখন ।  
 চরিত্র গণ করে চামর বাজন ॥  
 দ্বা দ্রব্য আনি দিল করিল ভক্ষণ ।  
 'কপূর তাম্বুলে তৈল ঘূষের সোধন ॥  
 হেয়ার কনল আছে পথ নিরক্ষিয়া ।  
 মালিনীয়ে মানা দিয়া ভাবিছে বসিয়া ॥  
 উদ্ভাস্ত হইয়া রায় ভাবিতেছে বসে ।  
 হেনকালে মালিনী আইল হেসে ॥  
 নিকটেতে গিয়া তারা টেকা উপনীত ।  
 মালিনীয়ে দেখে রায় হৈল হরমিত ॥  
 কহ মায়া কি কহিল রাজার নন্দিনী ।  
 মাল্য দেখি রাগান্বিত হৈল পাছে ধনী ।  
 তাই মায়া ভাবি মনে বসিবা এখন ।  
 সত্য করে কহ মায়া শুনি বিদরণ ॥  
 কহ মায়া রাজকন্যা বল কি বলিল ।  
 "কহে শুনি মুখবরের মিথ্যাও ভাল ॥"  
 ভাব মন তারাপদ দিন গেল বয়ে ।  
 জাননা শমন আছে শিয়রে বসিয়ে ॥

অথ মালিনীর সহিত কথা ও উষা বরণ  
উগাখান।

মালিনী কহিছে বাপু শুন বিবরণ ।  
মালা দেখি কুঞ্জের তারিণীর অন ॥  
আমারেকছিল কন্যা অশেষ প্রকারে ।  
কে মালা গাখিল আই দেখাও ভাঞ্জে ॥  
তব কুন্ত এই মালা নহে কদাচন ।  
প্রকাশিয়া কহ আই শুনি বিবরণ ॥  
ছলেতে সকল কথা কহিলাম তাহ ।  
বনকী আমার এক এসেছে আলয় ॥  
সেই মালা গাখিলেক করিয়া যতন ।  
আনিলাম মালা আমি তোমার কার্য ॥  
অয়ৎসেন রাজ গৃহে দাস্যপণ করে ।  
স্নেহেতে এসেছে হেথা ভালবাসে মোরে ॥  
বড় মুখি হল কন্যা দেখি তব গুণ ।  
রাখিবারে বাঞ্ছা করে শুন বাছাধন ॥  
কল্য করাইব বাপু দৌড়ে দরশন ।  
আগে পাহু ভাবি পাছে জানয়ে রাশিন ॥

জগুণে ভুলাইবে রাজার নন্দনী ।  
 বিধা নাহি পড়ে, যেন দুঃখিনী মালিনী ॥  
 যে কপোতে অনিরুদ্ধ বাণ গৃহে ছিল ।  
 উবা সহ নারীকপে যেমনে বধিল ॥  
 কমল কহিছে নারী কহিবে আমারে ।  
 উবা সহ অনিরুদ্ধ ছিল কি প্রকারে ॥  
 মালিনী কহিছে বাপু শুন দিয়া মন ।  
 বাণকন্যা উবাবহী কপে সুশোভন ॥  
 অকুণারী ছিল রামা বিভা নাহি করে ।  
 যশোভে করিল বিভা কামের কুণারে ॥  
 প্রভাতে উঠি উবা পাগলিনী প্রার ।  
 মণিহারী কণী যেন ব্যাকুল হৃদয় ॥  
 চিত্ররেখা নামে দাসী সুধায় উবারে ।  
 সভা কহ ঠাকুবর্ণী জিজ্ঞাসি তোমারে ॥  
 অকস্মাৎ হৈলে কেন উন্মাদিনী প্রার ।  
 যেন কত বিরোধিণী ব্যাকুল হৃদয় ॥  
 উবা কহে প্রিয়সখী জিজ্ঞাস কি মোরে ।  
 যে স্বপ্ন দেখিছু সখী প্রাণ নিল কেড়ে ॥

স্বপনে দেখিছু এক পুরুষ রতন ।  
 জনমিয়া হেন কপ না দেখি কখন ॥  
 বরমালা দিলাম আমি তাহার গলায় ।  
 উভয়েতে মালা বদল করি দুজনায় ॥  
 বুকে২ মুখে২ করিছু রমণ ।  
 কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে মন ॥  
 ভাঞ্জিল নিদ্রার ঘোর পাইছু সশ্রিত ।  
 নাহি দেখি প্রাণপতি খুজি চারিভিত ॥  
 নাথের বিরহে মন জীবন না রয় ।  
 কি দেখিলাম কি হৈল গেল সে কোথায় ।  
 কি করিব বল সখী তারে কোথা পাবি ॥  
 প্রাণনাথ বিনে আমি জীবন ত্যজিব ॥  
 জ্বলে পশিব কিম্বা পশিব জীবনে ।  
 জীবন ত্যজিব আমি প্রাণনাথ বিনে ॥  
 একবার দেখাইতে পারি যদি তার ।  
 নিরবধি কেনা হয়ে রব তব পায় ॥  
 চিত্তরেখা বলে কি বলিলে ঠাকুরাণী ।  
 কিবা কপ কিবা গুণ তাহারে না চিনি ॥

লন করাব তোমার কেমন প্রকারে ।  
 বালকের মত কহ চন্দ্র দেখ ধরে ॥ ১১  
 স্থির হও ঠাকুরাণী করিব উপায় ।  
 “কহে শুনি স্থির পানী শীলা তাহে সর ॥”  
 সাধনাতে কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ।  
 উত্তলা হইলে কোন কর্ম্ম নাহি কয় ॥  
 উষা কহে চিত্ররেখা সব সত্য বটে ।  
 বিচ্ছেদেতে দগ্ধ প্রাণ বুদ্ধি নাই ঘটে ।  
 তোমা নিনে কেবা মোর আছয়ে সংসারে ।  
 দেউপায় হই নথী কর শীঘ্র করে ॥  
 চিত্রে কহে ঠাকুরাণী করি নিবেদন ।  
 উপায় আছয়ে এক করহ অবগ ॥  
 বাল্যকালে এ বিদ্যা শিখেছি ঠাকুরাণী ।  
 আকৃতি প্রকৃতি আমি লিখিবারে জানি ॥  
 পটে চিত্র করি আমি দেখহ আপনি ।  
 যক্ষ রক্ষ দেবতা কি হয় খাঁসি মুনি ॥  
 এহার মধ্যেতে যদি হয় কোন জন ।  
 দেখিলে আকৃতি তুমি চিনিবে এখন ॥

মিলন করাহ তারে করিয়া উপায় ।  
 যাক রাক গন্ধর্ব কিন্নর যদি হয় ॥  
 এত বলি তুলিকাটি হস্তেতে লইল ।  
 মানসেতে গুরুপদে প্রণাম করিল ॥  
 একে লিখে চিত্রে সব দেবগণ ।  
 শ্রাবণ ঋষম আদি এ তিন ভুবন ॥  
 প্রথমেতে লিখে চিত্রা রাম অবতার ।  
 ভরত শত্রুঘন লিখে নব কূল আর ॥  
 রাবণ রাজার পুরী লিখে একে ॥  
 লংটেতে লিখরে চিত্রা উষা তাহা দেখে ॥  
 হেনমতে লিখে চিত্রে নানা অবতার ।  
 উষা হরণেতে সব আছরে নিস্তার ॥  
 অবশেষে কুম্বলীলা লিখে চিত্রাবতী ।  
 যজ্ঞবংশ কুরুকুল পাণ্ডব প্রভৃতি ॥  
 তদন্তরে লিখে চিত্রা প্রহ্লাদ নন্দনে ।  
 নব জলধর কপ হেন লর মনে ॥  
 কুব্জবংশ লিখে চিত্রা উষা হস্তে দিল ।  
 কমে উষাবতী সকলি দেখিল ॥

যাযে অনিরুদ্ধে দেখিল নয়নে ।  
 কী উষাবতী চাহে তার পানে ॥  
 ত প্রকৃতি সেই স্বপ্নে যা দেখিল ।  
 এই বটে পতি মোর নিশ্চয় জানিল ॥  
 তরুরে শুধায় উষা করিয়া বিনয় ।  
 কহ সখী এই কেবা কাহার তনয় ॥  
 বিবাহ কবেছি সখী মনে ইহা ক ।  
 মিলন করিয়া সখী বাঁচাও আমাকে ॥  
 যন প্রাণ গেছে মোর ইহার সন্দেশে ।  
 কহ মোখ খুঁজি এরে আনিবে কি মতে ॥  
 তরুরে যা দেখে ইহার হও ঠাকুরাণী ।  
 জগা করিয়া এরে মলাইব আনি ॥  
 হু কষ্টে আন চিত্তে মিলাইল তার ।  
 হরগেতে তাহা প্রকাশ আছয় ॥  
 আবেশে অনিরুদ্ধ উষা সহ ছিল ।  
 মনে দুই জনে বিহার করিল ॥  
 মতে কিছুদিন গন্ত হয়ে যায় ।  
 শ পাইল তবে বাণ মঙ্গল ॥



ক্রোধান্বিত হরে রাজা করিল ভৎসন ।  
 অবশেষে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন ॥  
 কান্দিতে লাগিল তবে কামের নন্দন ।  
 রক্ষা কর পিতামহ শুভু নারায়ণ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া করে বন্ধন মোচন ।  
 অনিরুদ্ধে উবা দিয়া করিল মিলন ॥  
 শুন বাপু এ কর্মের এই সুখোদর ।  
 অগ্রে সুখ পাছে দুঃখ নানামত হয় ॥  
 প্রথম মিলনে যেন চন্দ্র পায় করে ।  
 নানা সুখ দুইজনে ভুঞ্জে নিরন্তরে ॥  
 হুতনে উন্মত্ত মন সর্বক্ষণ রক্ষ ।  
 পুরাচন হলে বাপু তত নাহি হয় ॥  
 অবশেষে হরে পড়ে লোকে জানাজানি ।  
 করিলাম সার কথা শুন যাছুমণি ॥  
 আপনি সুবৃদ্ধি বট রাজার নন্দন ।  
 এহাতে কর্তব্য বাপু যেবা হয় মন ॥  
 কদরে ভাবিয়ে কালী কলুষ নাশিনী ।  
 বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী ॥

অথ কমলের উক্তি ও তারিণীর স্বপ্ন কণ্ঠন ।

ত্রিপদী ।

মাগিনীর কথা শুনি, মৃদু স্বরে কহে বাণী,

শুন নানী বলি গো তোমায়ে ।

রাজ্যপুরী তেয়াগিলে, রহিলাম তবানয়ে,

তারিণী মিলায়ে দিবে মোরে ॥

এক্ষণে নিষ্ঠুর কণ্ঠ, নাহি তব মায়ামোহ,

দয়া নাই তোনার শরীরে ।

কি জনোতে নারীবেশে, রাখিয়াছ তব বাসে,

জাশাতে নৈরাশ কর মোরে ॥

তারে যদি নো মিলানে, যদি তারে না দেখাবে,

তবে জান আমার মরণ ।

অনলেতে প্রবেশিব, জীবনেতে ব্যাপ দিব,

বিচ্ছেদেতে ভাজিব জীবন ॥

মাগিনী কহিছে বাহা, চিন্তা এত কর মিছা,

এক্ষণে মিলাইয়া দিব তার ।

আগু পাহু ভাবি মনে, জানে যদি মজ্জসেনে,

তবে রাজা বধিবে তোমায়ে ॥

কমল কহিছে মাসী, আঁম তাহে আছি খুঁসি,

বধে রাজা বধিবে আমারে ।

“সীতা অন্য দশানন, দিয়া হুজ দশানন,

‘ক্রীড়ামের শরে অকাতরে ॥”

এত বলি নররায়, ধরে মালিনীর পায়,

দাসে মাসী কর গো করুণা ।

বারেক মিলায়ে দেহ, মৃত দেহে প্রাণ দেহ,

চারিযুগে রাহবে ঘোষণা ।

নিরবধি কেনা করে, রহিলাম তব পায়ে,

বিনামূলে কিনিলে আমারে ।

শোধিতে নারিব ধার, চারিযুগে তব ধার,

সত্য আমি কহিবু তোমারে ॥

কমলের কথা শুনে, মালিনী প্রফুল্ল মনে,

কমলের বদন চুম্বিল ।

ভাবনা কি আছে তার, আমি মাসী আছি তার,

কেন বাছা হইবে চঞ্চল ॥

“গগনে পাতিয়া কাঁদ, ধরে দিতে পারি তাঁদ,

কুলবতী মিলাইতে পারি ॥”

দ্রুত হও বাছাধন, দৌড়ে করাব মিলন,

ভবিষ্যৎ যা করেন হবি ॥

মালিনীর কথা শুনি, আনন্ডিত নৃপমণি,

হস্তে যেন পায় অশ্রুধরে ।

কতক্ষণে নিশি যাবে, কমল মনেতে ভাবে,

কল্য পাব দেখিতে তাহারে ॥

এ চিন্তায় নরপতি, চিন্তায় টানিত মতি,

ভ্রমস্থরে করি অরণ ॥

হেথায় সারিনী ধনী, লইয়া নিজ সঙ্গিনী,

নিজাগারে করেছে শয়ন ॥

অচেতনে পিছা যায়, মহানন্দা স্বপ্ন কর,

শুন বাছা বলি গো তোনারে ।

পতি হেঁচু আরাধনা, কর দেবী ত্রিলক্ষনা,

তব পতি এসেছে নগরে ॥

মালিনীর বানে আছে, নারীবেশ পরিহায়ে,

কল্য হুর্গ দৌড়ে দরশন ।

জয়ধ্বনি রাজস্থল, কপে গুণে গুণবৃত্ত,

ভুমি তারে করি বরণ ॥

এত বলি মহামারী, তারিণীরে জাগাইয়া,  
 তথা হৈতে হৈল অমৃদানি ।  
 চেতন পাইয়া ধনী, যেন মণিহারী কণী,  
 শয্যাগরে বসিল তখন ॥

সোবার স্বপন প্রায়, তারিণী ব্যাকুল কার,  
 কোরে কিছু না কহে বচন ।  
 কমল তারিণী লীলা, দমুদাস বিরচিল,  
 কদমে ভাবি চণ্ডীকা চরণ ॥



অর্থ কমল তারিণীর দর্শন ।

ভাবিল নিজার ঘোর বসিল তারিণী  
 স্বপ্ন দেখি উৎকণ্ঠিতা মনে ধনী ॥  
 কেমনে পোহাব নিশি পাব গুণমণি ।  
 এই চিন্তা মনে মনে করিছে তারিণী ॥  
 ভাবিতে লশী স্বস্থানেতে যায় ।  
 নিশি পোহাইল হৈল আদিত্য উদয় ॥  
 ব্যাকুলিনী হয়ে ধনী মুখে দিল পানী ।  
 মনে ভাবে কতকণে আসিবে মালিনী ॥

জনীগণেরে খনী কিছু না বলিল ।  
 লবনুখে বিব্রম্বখী ভাবিতে লাগিল ॥  
 দালিনীর গৃহে দেখা কমন আছর ।  
 জামিনীরে দেখিবারে চঞ্চল হুন্দর ॥  
 লবনীরে কহে নানী চল গো অঙ্গার ।  
 অস্তির হস্তেছি প্রাণে না বেগে তাহার ॥  
 অলিনী করিছে বাপু করহ অবন ।  
 নানীদেখ মনোমীতক করাব মাতন ॥  
 কেচ পাছে জামিন নাহা তাই করি ভয় ।  
 প্রকাশ গাইলে রাজা বসিলে আশ্রয় ॥  
 জামিন হস্ততে তারা সাজায় রাখনে ।  
 লুঠা দিয়া বেশ তব বিনায় যতনে ॥  
 কামলীকে কুচকলি হইল উদ্ভিত ।  
 ভাত তার দেখি তার। হইল মোহিত ॥  
 নানী যৌবনী কপে কুবন মোহিনী ।  
 গড়ে থাকে চক্রেতে রতিপতি বিনি ॥  
 বহু মদ্র করি তার। সাজাইল তার ।  
 কীটগা অরিয়া কহু চলে হুজনার ॥

কমল পক্ষাভে চলে অগ্রেতে মালিনী ।  
 কপ দেখি মলিন চইল দিনমণি ॥  
 বাটির মধ্যেতে ভবে গেল ছইঅন ।  
 দেবীর বাটির মধ্যে গিল করলন ॥  
 চণ্ডীকায় প্রণমিয়া বনিল তখন ।  
 মালিনী বাটির মধ্যে একাকিনী যায় ॥  
 কমলে করিছে বাপু বৈসহ মন্দিরে ।  
 কি বলেন নৃপজুতা জানিবে সখারে ।  
 এতবলি গেল ভাবা তারেণী মদনে ।  
 বসিয়াছে রাজবালা বিবাহিত মনে ॥  
 মালিনীয়ে দেখি ধনীহরণত মন ।  
 এসে আই বলে বসায় তখন ॥  
 তোমার বনবী কোথা আন গো হেথায় ।  
 কল্য করি গেলে কেন না আনিলে তায় ॥  
 সে ভাবনা করিতেছি বসিয়ে এখন ।  
 দানী পাঠাতাম আমি জানিতে কারণ ॥  
 আপনি আইলে আই কোথা রেখে তারে ।  
 সত্যকরে কহ আই মোর দিবা ফেরে ॥

কমল ভারিণী ।

নালিনী কহিছে শুন রাজার নালিনী ।  
দেবীর মন্দিরে তারে বসালে এখনি ॥  
জানিতে আসিবে দেখা কেহ পাছে রয় ।  
দুর্দৈব লোকে দেখে পাছে দক্ষকথা কয় ॥  
ভারিণী কহিছে আই তার দিবা ভর ।  
শীতকরি আল ভাঙ্গ দিলে না সর ॥  
কমল ভারিণী দেখা দিবা মন্দিরে ।  
নালিনীর দিম্ব দেখিয়া মনে করে ॥  
যবে মনে চণ্ডীজ্ঞান করিতে ছবন ।  
এ দাসের হৃৎথ ছাড়া কর নিবারণ ॥  
নালিনী ভুগি কানী বিপদ নালিনী ।  
লোভগমে শুনি নাম অধম ভারিণী ॥  
অন্যদী এ দৌনেবে হও মা সর ।  
নালিনী আসিয়া যেন শ্রমসংবাদ কয় ॥  
জনকালে নালিনী হইল উপনীত ।  
নালিনী দেখিয়া তার হৈল আনন্দিত ॥  
কহ জানী কি কৌতুহল আগমন হৈল ।  
কহ বলিল রাজবাল পড়া করে বস ॥



## কমল তারিণী ।

বাঁচনী বৈদ্য হাসি কমলেন্নে কর ।  
যে মিনাসী আছি যার ডার দিবা ভয় ॥  
চা'বনেতে একবার বাতাসাতি করি ।  
ম'তলতা হ'ল হ'বু মিলনটেতে পারি ॥  
ক'ঘটন ঘটাইতে পারি কবে ছুলা ।  
বিনোমত করে বাধু যদি তাঁ'খি মাল্য ॥  
খালিনী'র কথা শুনে রাজার নন্দন ।  
ব'হুর অকুরী তারায় চিলেক তখন ॥  
ম'যৌতুক পাউরা'সার'া জেকু'লিতা ননে ।  
এ'নলে লইয়া চলে তারিণী মননে ॥  
এ'নবারে এ'গাম করি চলে দুজনায় ।  
উপনীত দুইজনে তারিণী যথায় ॥  
দৌহা'কার কপ হেঁদে দৌহে চমকিত ।  
অন'ক বাণেতে দৌহে হইল পিডীত ॥  
এ'কদৃষ্টে রক্তে দৌহে দৌহার' নয়নে ।  
কিরাতে না পারি আঁখি মোহিত দুজনে ॥  
সাজ পেয়ে শশীমুখী বদন চাকি'ক ।  
ইচ্ছিত করিয়া ভূপে বসিতে ক'ইল ॥

অধিগণ বনিয়াবে দিনেক জামন ।

আজাম নাহি তার ব'বল তখন ॥ •

হিনকালে যোহাতে কহিছে দাসিনী ।

আনিয়াছি হুঁ মমী রাখগো দাসিনী ॥

বাজব'সে আরে আই এ জার দেখন : •

যব না কীর দেখি নবী ন হৌন ।

কি জনো ত দাদাপুত্র করিলে জামা :

জিহাসে জামন, কিবা হাতড়ে উহার ॥

সকল হক্কে বিবেচন করিছ, বুঝ নৌ ।

হোয়ার গাহতে আসিয়াছে একাকী ॥

বিবেচনাতে এখানতে কহু না থাকিবে ।

পুনরাপি পতি গুণে আপনি যাইবে ॥

কি শরী মেরিলে ম'নতে ভব হয় ।

কাজিতে মোহিত করে পাছে বা পলায় ॥

প'নরে করিয়া দগ্ধ বিবেচন জ্বললে ।

দগ্ধ করে মোরে পাছে সে আসিব জ্বলে ।

জিহাস উহারে আই তদন্ত ইহার ।

কি জনোতে পতি মনে বিবেচন উহার ॥

গালিনী কহিছে তবে মধুর বচনে ।  
 অননুঃখ কহ বাছা তারিণী সদনে ॥  
 গীতার নন্দন তবে মৃদুভাবে কয় ।  
 জিজ্ঞাসিলে অবশ্য যে দিব পরিচয় ॥  
 বিহিত উচিত মাসী জিজ্ঞাসা তোমারে ।  
 সম্মুখেতে আছি আমি জিজ্ঞাসিবে মোরে ॥  
 ঘৃণা করি মোরে বুঝি না কহিলে বাণী ।  
 দিয়া নাহি হৈল বুঝি দেখি কাকালিনী ॥  
 রাজবালা নাম শুনে আইলাম আশে ।  
 দাস্যপনা করিব থাকিব তব পাশে ॥  
 সমাদৃতক্রমে বুঝি দয়্য না হইল ।  
 কি করিবে তুমি মাসী বাসনা বিফল ॥  
 এ হেন বয়েসে মোরে বিধাতা বিচুত ।  
 কারে বা জানাব মাসী অম্ম অননুঃখ ॥  
 সর্বভাগী হয়ে আইলু ইহার আগে ।  
 পোড়া কপালেতে মাসী যোড়া নাহি লাগে ॥  
 কারে কব এ যাতনা কে পারে বুচাতে ।  
 অধৈর্য্য হয়েছ প্রাণ না পারি সজ্জিত ॥

হঠাৎ ভাবিয়া কানো কলুব নাশিনী ।

রচিত নবকাব্য করন ভাবিনী ॥

—৩৫৯—

অগ্নি কমলেন্দু পতিবে :

জ্বলনী ।

নাগরের কথা শুনি, মনে মনে করুমানি,

মালিনীকে কহিছে ভাবিনী ।

কচ কাঠ বল শুন, কাহার নন্দিনী ধনী,

কিবা নাম বল দেখি শুনি ॥

ইহু সাধক যে হও, তার মুখে পরিচয়,

নহে লোকে নাহিকানে যারে ।

তাহে কেন এত রোয়, কি দেখিলে মম দোষ,

ক্রোধ কেন করেন অস্তরে ॥

যদ্যপি থাকেন হেথা, ঘুচাইব মনবাথা,

মনদুঃখ যাবে ছুজনার ।

~~যাইল~~ ~~কানি~~ উহার, মনদুঃখ ঘূরে যার,

প্রিয়সখী হইবে আশ্রয় ॥

## কমল তাড়িনী।

নম দুঃখ জানাইব, দুঃখে কুঃখ মিসাইব,  
দুঃখে সুখ এতে হতে পারে।

দয়া হলে চণ্ডীকার, দুঃখ যাবে দুঃজনীর,  
তিনি বই দুঃখে কে উদ্ধারে ॥

মননক্ষম লোক দুঃখ, তাহে হয় দুঃখে সুখ,  
মন যদি মিলে দুঃজনে।

বিনা দুঃখে সুখাদয়, কদাচিত নাহি হয়,  
কছু আট শুনেছ অবশে ॥

লিখিয়াছে চণ্ডীকার, অগ্রে দুঃখ পিছে সুখ,  
এইকপ চাড়িয়ুগ আছে।

প্রসন্নতা হয়ে মোরে, পরিচয় দিলে পরে,  
মন ব্যথা যাবে আই যুচে ॥

মনে যদি থাকে দুঃখ, কে খণ্ডিতে পারে দুঃখ,  
না বলিলে কে জানিতে পারে।

প্রকাশ করিলে পরে, সুজনে জানিতে পারে,  
চেষ্টা পায় ভাল করিবারে ॥

তারিণীর কথা শুনে, ~~ইহুদ-বাসিনী~~ ~~অন~~  
ধিরেই কমল করিছে।

আমাদের হয়ে সময়, চাহিলেন পরিচর.

অবশ্য জানাব তব কাছে ॥

কমল চারিদিক করে, কহিতেছে-চারিদিকে,

শুন কহি মন পরিচর ।

আমি যে অভিমানী, পিতা কহু নাই জানি,

মাতা মোর পালন করয় ॥

মায়ের প্রতিপালনে, বড় গৌরব পাই মনে,

একটি হইল যৌবন ।

বিবাহ দিব্যর ভবে, মাতা বহু চেষ্টা করে,

মায়ের করিলাম নিবারণ ॥

একদিন নিজ গারে, নিজা যাই অকাতবে,

কহি শুন ঈশবের মটনে ।

নাগরে স্বপনে যে, আসি মোরে বিভা করি,

মালা বদল করি ছুই জনে ॥

তদন্তরে ছুই জনে, মাতিয়া অনঙ্গবাণে,

ছুই জনে করিল রমণ ।

মুখে বকে বকে, নিজাবলি নানামুখে,

বিহার করিল ছুই জন ॥

পাঁচ মিড্রা ভাঙ্গি গেল, নাগর কোথায় ।  
 সেই কপ নাহি দেখি তার ।  
 পাগলিনী প্রাণ হেন, প্রভাতে হইলাম ।  
 কিসে মোর পাই বল তার ॥  
 সে কপ কোথায় পাব, বল কেমনে নৈ-  
 বিদ্যেহনেতে বাঁচে কিসে প্রাণ ।  
 'যে কপ দেখিলু আছা, তার কি দেখিব ত'  
 কিসে দুঃখে পাই পরিচরণ ॥১১  
 মণি তারা ফণী হয়ে, কুলে অলাঞ্জলি দি  
 তার অন্য কিরি স্থানে স্থানে ।  
 ভ্রমিলাম নানা ঠাই, তার সন দেখি না  
 সে কপ না হেরি গো নরনে ॥  
 তদন্তরে এই দেশে, আইলাম অরণে  
 মানী সঞ্জে হৈল দরশন ।  
 বাটীতে লইয়া মোরে, রাখিলেন যত ক  
 সব দুঃখ হৈল পাসরণ ॥  
 তার পর তব সনে, মানী মিলাইল এ  
 এবে দুঃখ গেল মনৈ গণি ॥

গো রাজ নমিনী, আমি বড় অভাগিনী,  
 নাম মোরী ভুবন মোহিনী ॥  
 যত্ন দিয়া করে, মিলাইতে পারি তারে,  
 পশ্চিমে তব মনের বেদন ।  
 যদি এটি চাই, তেনা হইত তব পাশে,  
 রহিলাম দ্বারত জাগিন ॥  
 কারবা কয়, 'রীতা' মন পরিচয়,  
 মনে মনে জাগিয়া তা'হিনী ।  
 'এই কয়, 'এই কয়' যেবে নহু,  
 'এই কয়' হইত তব মনে ॥

—কবিতা—

অপ ভাগিনীর পরিচয় এ কবনের  
 মায়া ভঙ্গ ।

শুনে জানে যত সখীগণ ।

হৃদয় হানি বলয়ে বচন ।

পরিচয় কর ন জনায় ।

মান হৈল যাই নিজানয় ॥



তারিণী কহিছে অকুটে অঙ্গা যদি যাবে ।  
 শিরে লাগ দিয়া কহ কল্যাত জামিবে ॥  
 তারা বনে কহ কেন নির্লুপ বচন ।  
 তিমাভি তোমার ছাড়া নহি গৌ কখন ॥  
 এভাবে জামিবে জামি লবে কুলনালা  
 প্রিয়সখী লগে আজ বন্ধ রাজবালা ॥  
 কমল কহিছে মালী যদি তুমি যাবে ।  
 মন জাগি তারিণীরে কহ এতু ভবে ॥  
 মজ্জতাগী করে টেনে ও পদে সরণ ।  
 অনাধিনী দেখে দোষ করেন পালন ।  
 শক দোষে দোষী যদি হই রাজপায় ।  
 সে দোষ মাজ্জনা যেন করেন আনাড় ॥  
 এই অঙ্গীকার আগে করুন তারিণী ।  
 কমলের দাক্য শুনি কহিছে মালিনী ॥  
 করযোড় করি কহে করিয়া বিনয় ।  
 আমার বনকীকে এই দেহত অভয় ॥  
 তুষ্ট হয়ে রাজবালা তারা প্রতি কয় ।  
 তব বনকীর আর নাহি কিছু ভয় ॥

থাকিবে প্রাণ নু ছাড়ি উইঁরে ।  
 তারে আই জানিবে অনুরে ॥  
 নী প্রসন্ন হয়ে মিথ্যাজনে যায় ।  
 তার প্রতি তবে কহিলেছে যায় ॥  
 এ নামীরে বহু পরিচর ।  
 সাক্ষা ডাঁড়ি কেন বুয়েল কেখান ॥  
 কহিলেনী বসে শুন বিজয়গনী ।  
 কহিলেনী ধনী জামি নিরহিণী ॥  
 কহি সন কথা : কামারে কহি ॥  
 কহিলেন বেথা কানে জানাইব ॥  
 সাক্ষা আঁটকুড়া ছিল নরহর ।  
 কহি মহামারা দিগাজেন বর ॥  
 পরে পড়ে নোরে ধরেন অননী ।  
 আরামে নাম রাখিল তারিণী ॥  
 নমি নাহি জামি মহামারা দিনে ।  
 মনস্যাবপি আছি এট খানে ॥  
 মহ এইখানে পূজি চলীকার ।  
 দিত হৈল জামি যৌবন সময় ॥

বিভা হেতু পিতা মোর চাঞ্চল্য অন্তর ।  
 পাত্র অনুষণ করে দেশ দেশান্তর ॥  
 বিলাস করিব আমি কহিল পিতার ।  
 যাবৎ চণ্ডীকা বর না দেন আশায় ॥  
 না করিলাম বিভা আমি যৌবন ময় ।  
 মার্কণ্ডেয় মদন বাণে কুহু ২ ক্যান ॥  
 বৈরা নাহি হয় মন বুঝা : মনেতে ।  
 যে দুঃখে রেখেছে চণ্ডী কহিব কাহাবে ।  
 তব মনদুঃখ ধনী কহিলে সকল ।  
 তোমা হতে মম দুঃখ 'দুঃখ' হোকল ।  
 অনাধিনী বিবাহিনী এক স্থানে রই ।  
 সমান করেছি দৌড়ে পাতাটির সই ॥  
 দুই টেনরে একত্রেতে কাটাটব দিন ।  
 কুদিন ঘুড়িবে চণ্ডী দিবেন কুদিন ॥  
 দুই জনে সই পাতায় ধর্ম সাক্ষী করি ।  
 তারিণী কহিলে তবে করিয়া চাতুরী ॥  
 অনেক বৈসহ সই আসিক ভরায় ।  
 নাসীগণ সঙ্গে লয়ে নিম্নাগারে যায় ॥

১। সখী বসিলেক তারিণীর ঘরে :  
 ২। মল বসিয়া রহে ঘরের বাহিরে ॥  
 ৩। দিনী কহিছে সখী তোমা মনে কই ।  
 ৪। বৈবশে আনন্দ আছে যম পতি এই ॥  
 ৫। নগরে জয়ন্তেনবের নন্দন :  
 ৬। হানে গিয়াছিল যুগল কারন ॥  
 ৭। তে হইল বৃদ্ধ বান্ধবের মনে :  
 ৮। কুণ্ডল পলাইল বাগানে রণে ॥  
 ৯। কোন নরপতি করিলেক রণ ।  
 ১০। জগের কুলে রাজ হৈল অচেতন ॥  
 ১১। চেতন হয়ে পড়ে ঘোটক উপরে ।  
 ১২। তারিণীয়ে উহার এত নগরে :  
 ১৩। দিনীর বামে ছিল নারী বেশ ধরে :  
 ১৪। কী বলিয়া তারা ভাঙাইল মোরে ॥  
 ১৫। নিশিযোগে দেখি হইল মদন ।  
 ১৬। প্রাণে স্বপ্নে মাতি কহিল আমার ।  
 ১৭। করিতে দেবী দিল অনুমতি ।  
 ১৮। দেখি হৈল মোর ব্যাকুলিত মতি ॥

প্রবন্ধনা করে মোরে দিল পরিচয় ।  
 গঙ্গার্ক বিবাহ অন্য করিব উহার ॥  
 মারা ভয় কর তোরা এই যুক্তি করি ।  
 তবে জানি তোমরা আমার সহচরী ॥  
 খান্য দ্রব্য লহ আর বস্ত্র অভরণ ।  
 ভোজন করাহ উহার করিয়া যতন ॥  
 ভোক্তৃনাশে পরাইবে বস্ত্র অভরণ ।  
 ভাঙ্গিবে উহার মারা শুন সখীগণ ॥  
 সঙ্কেহ করিয়া ধনী সখীগণে দিল ।  
 একেশ্বর নিজাগারে আপনি রাখিল ॥  
 লয়াপরে বৈদে ধনী আনুগ্ধিতা করে ।  
 সখীগণ চলে তবে খান্য দ্রব্য লয়ে ॥  
 কোন সখী লইলেক বস্ত্র অভরণ ।  
 কুমার কলুরী নিল সুগন্ধি চন্দন ॥  
 যেখানে কমল আছে বসে একেশ্বর ।  
 সখীগণ উপনীত তাহার গোচর ॥  
 হানি হানি দাসীগণ কমলেরে কর ।  
 শুন ক'হ বিবাগিনী বলি মো তোমার ॥

১৭৭ নই দিল এই বস্তু অভরণ ।  
 ১৭৮ ঈশ্বর নামপ্রী দিল করিতে ভোজন ॥  
 ১৭৯ ভোজন করিয়া পর বসন ভূষণ ।  
 ১৮০ আশ্রমের মধ্যে চল তারিণী মদন ॥  
 ১৮১ মাটির মায়ায় ভুলে এ তিন কুবল ।  
 ১৮২ পানি ভুলিয়াছিল প্রভু নারায়ণ ॥  
 ১৮৩ সয়া ছিলেন তব জ্যোতিনী দেখিয়া ।  
 ১৮৪ কণ্ঠতে ধার শিশু জ্ঞান হারাইয়া ॥  
 ১৮৫ চাউনি মায়াতে অর্জুন কুলেছিল ।  
 ১৮৬ ভক্তা পার্থের দিয়া মিলন করিল ॥  
 ১৮৭ গদার বাক্যেতে ভুলে রাজার নন্দন ।  
 ১৮৮ প্রাণে নিল যাহা করিল ভোজন ॥  
 ১৮৯ জ্ঞান নথী লইলেক বস্তু অভরণ ।  
 ১৯০ গগনে পরায় কেহ বলয়া কঙ্কণ ॥  
 ১৯১ রূপকি চন্দন কেহ মাখাইয়া দিল ।  
 ১৯২ কেবা চাতুরী করে কেশ এলাইল ॥  
 ১৯৩ জ্ঞান সখী খুলিলেক কঙ্কের বসন ।  
 ১৯৪ ধনিত্র কাঠের লুন পড়িল তখন ॥

কবরী এলাতে কেশ খসিয়া পড়িল ।  
 সখীগণ কমলের মারা ডুঙ্গ কৈল ॥৩  
 ঘূর্ণিত করিয়া আঁখি সখীগণ কর ।  
 কেবা ভুঁমি মারা করে আইলে হেথায় ॥  
 এহার উচিত সাজা পাইবে এখন ।  
 বধিবেক প্রাণ তব গুনিলে রাজন ॥  
 অগ্রে চল লয়ে যাই নৃপসুতা কাছে ।  
 পশ্চাতে দিবত সাজা যাহা মনে আছে ॥  
 এত বলি সখীগণ কমলেরে ধরে :  
 কোতরাল আঁশি যেন ধরিল তুফরে ॥  
 কমল হয়েছে চোর মুখে নাহি বাণী ;  
 বলে এইবারে রক্ষা করগো শিবাণী ॥  
 চারিদিকে ঘেঁরে লয়ে চলে সখীগণ ।  
 চোরেদের লইয়া চলে তারিণী মনন ॥  
 নাগরের মুখ দেখি ধনী মনে হাসে ।  
 আক্কেবাস্তে উঠি রামা সখীদের জিজ্ঞাসে ॥  
 এই কোন জন সখী আনিলি হেথায় ।  
 পুরুষ হেথায় জান কাহার আঁজায় ॥

ঠিক আনিতে তোরা গেলি যে এখন ।  
 যেখানে আন কিসের কারণ ॥  
 খাত পিতারে কহি ভোদেবের বধির ।  
 আরে আরে শাস্তি বিধিসত্তে দিন ॥  
 গগন ঘোড়হাতে তারিণীরে কর ।  
 হও ঠাকুরাণী শুন পরিচয় ॥  
 হীকারি গল ভাবি দমুদাস কর ।  
 গীত উপরে ফোথ উপযুক্ত নয় ॥

অথ কমল তারিণীর গন্ধর্ব্ব বিবাহ  
 মানিনীর মাজা ।

গাভ্রহাতে মখীগণ কহিছে তখন ।  
 মাদের প্রতি ক্রোধ কর অকারণ ॥  
 রতে বাহার মনে গাতাইলে নই ।  
 জন ঠাকুরাণী আনিয়াছি এই ॥  
 করে আনিয়াছে বাটিকুড়িতরে ।  
 গীত সহিত এই বক্ত্রি মৌলিক নয় ॥



। মালিনীয়ে আনি আগে করিয়া যতন ।  
 । সবিশেষ পরিচয় পাইবে এখন ॥  
 । বিধিমতে সাজা মোরা দিব ছুইজনে ।  
 । উদ্বাস্তরে লয়ে যাব রাজার সতনে ॥  
 । সক্রীণীর কথা শুনি তারিণী বিষয় ।  
 । কোধবুদ্ধ রাজবালা কমলারে কয় ॥  
 । কহ চোর তোমার কোথায় নিকেতন ।  
 । কিবা জাতি হও তুনি কাহার নন্দন ॥  
 । ছুই সখী প্রীতি তবে কহিছে তারিণী ।  
 । অগ্রেতে ডাকিয়া আন পাণ্ডিত্য মালিনী ॥  
 । হারামজাদী ভয় না করিল মনেতে ।  
 । পুরুষ আনিল হেথা কোন সাহসেতে ॥  
 । ইহার উচিত সাজা পাইবে এখন ।  
 । না কহিবে মালিনীতর সব বিবরণ ॥  
 । প্রকার করিয়া ডাকি আনহ তাহার ।  
 । অজ্ঞানিয়া এহার লইব পরিচয় ॥ ।  
 । তারিণীর আজ্ঞা পেয়ে সখী ছুইজন ।  
 । মালিনীয়ে আনিবারে করিল গমন ॥

রাজবালা আঁখা দিল সজিনীগণেরে ।  
 এ চোরেদের বন্দি করে রাখ কারাগারে ॥  
 মালিনী আইলে ইহা করিব বিচার ।  
 লজ্জাতে করিব আমি এর প্রতিকার ॥  
 শুনি সব সখীগণ কমলারে ধরে ।  
 বন্দি করি রাখিলেক ঘরের ভিতরে ॥  
 দ্বারেতে কপাট দিয়া দ্বার বন্ধ কৈল ।  
 একজন নথী তথা গ্রহণী নহিল ॥  
 কয়ল করিছে এখন কি করি উপায় ।  
 কি করিব কি হইবে চিন্তে মররায় ॥  
 কথানেতে রাজালা সখীগণে লয়ে ।  
 সঙ্গী করিছে তবে বিরলে বাসয়ে ॥  
 নিকপে ইহায়ে নিভা করি সখীগণ ।  
 মালিনী জানিলে ব্যস্ত হইবে এখন ॥  
 এক যুক্ত আছে শুন যতেক সজিনী ।  
 প্রকার করিয়া হেথা আনহ মালিনী ॥  
 কটুবাড়ো আমি দ্বারে করিব তৎসম ।  
 তাহারে ধরিয়া তোরা করিবি বন্ধন ॥

দুইজনে একজোটে বন্ধন করিয়া ।  
 পিতার নিকট তোরা যাইবি লইয়া ॥  
 বাহির বাটিতে গিয়ে কজিবে গোপনে ।  
 মালিনীরে বুঝাইবি প্রবোধ বচনে ॥  
 শুন কহি মালিনী সো বলি যে তোমায়ে ।  
 তারিণীর অনুমতি বধিতে তোমায়ে ॥  
 চরদিন ভব মনে আছরে পিরিতি ;  
 তোমায়ে করিতে বধ না যুগ্ম মতি ॥  
 দেশ ছাড়িয়া যদি যাহ দেশান্তরে ।  
 হবে না লইয়া যাই রাজার গোচরে ॥  
 কিন্তু যদি রাজবালা এই কথা শুনে ।  
 গান হারাইব মোরা যত মখীগণে ॥  
 হনমতে বুঝাইয়া অশেষ প্রকারে ।  
 লিনীরে ছাড়ি দিবে বাটির বাহিরে ॥  
 বশেবে নাগরেরে বাটিতে আনিবে ।  
 পনে গন্ধক বিড়া দুইজনে হবে ॥  
 লিনী জানিলে হৈশ হইবে প্রচার ।  
 তা মাতার হইবেক কলঙ্ক অপার ॥

মাগারে পুর্নমত নারীবশে রেখে ।  
 বিহার করিব দৌড়ে মনের কোড়কে ॥  
 ক'র্ম করিলে তবে থাকি কিছুদিন ।  
 ক'র্ম প্রকাশ গতে ছুই চারি দিন ॥  
 ক'র্মগণ বলে ভাল যুক্তি ঠাকুরাণী ।  
 ক'র্ম হইবে ইহা জানিলে মালিনী ॥  
 ক'র্ম যুক্তি বলি মখীগণে দিল সার ।  
 ছুই দাসী উত্তরিল মালিনী যথার ॥  
 ক'র্ম ল'গিল তবে শুন গো মালিনী ।  
 মাগারে ডাকিছে মোদের রাজনন্দিনী ॥  
 ক'র্ম ল'গে তুমি চল সম মনে ।  
 ক'র্ম প্রকৃতি তার। চলে ততক্ষণে ॥  
 ক'র্ম হতে তিনজনে করিল গমন ।  
 উপনীত হৈল গিয়া তারিণী মদন ॥  
 মাগার নন্দিনী তবে মালিনীরে ছেদে ।  
 ক'র্মতরে বিধুখী গালাগালি পাড়ে ॥  
 মাগার দাসী তোমার বৃকে ভর না হৈল ।  
 ক'র্ম করিল তার দিব প্রতিকল ॥

পুরুষ বাটিতে আন কোন অহঙ্কারে ।  
 নমস্বী বলিয়া তুই তা গুণাইলি মোরে ॥  
 পিতার কহিয়া দিব সব বিবরণ ।  
 শুনিগে এ সব কথা বধিবে জীবন ॥  
 উহার উচিত সাজা দিবত তোমারে ।  
 সখীগণে আজ্ঞা দিল আনহু চোরেরে ॥  
 আজ্ঞামাত্র সখীগণ কমলেনে আন ।  
 দুইজনে পা গুণাইল তারিণী সদনে ॥  
 সখীগণ দুইজনে করিল বহন ।  
 রাজবালা মালিনীয়ে ছিচ্ছাসে তখন ॥  
 নত্যা করে মালিনী লো কহিলে আমার !  
 এই কোন জন হয় কাহার তনয় ॥  
 সত্য কহ তোরে আমি দিলাম অভয় ।  
 মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে খমায় ॥  
 মালিনী কহিলে শুন রাজার নন্দিনী ।  
 ভাল মন্দ ঠাকুরাণী কিছুই না জানি ॥  
 কি দিয়া করিব আর কে আছে সংসারে ।  
 মিথ্যা যদি কহি যাব বরুক তিতরে ॥

খনী মানিনী আমি থাকি উদ্যানেতে ।  
 আনিবারে ঘাট কলসী কল্লেতে ॥  
 কল্লেতে বসে নারীবেশ ধরে ।  
 কলসী নু কেবা তুমি এই সত্বেবরে ॥  
 কলসী নু তুমি কাহার ঘরণী ।  
 কলসী তব নিকতন কিবা নাম শুনি ॥  
 কলসী দিল মোরে প্রদক্ষনা করে ।  
 কলসী কন্যা বাগি জানায় আমারে ॥  
 কলসী গগরে বাস করিল আমায় ।  
 কলসীতে জানিলাম সব পরিচয় ॥  
 কলসীতে বনকীকে দেখি নু নরনে ।  
 কলসীতে অনুমান করি মনে মনে ॥  
 কলসী পরিচয় দিল মম ঠাই ।  
 কলসী দেশে আমিয়া বেড়াই ॥  
 কলসী এত মর্ম্ম কিছু জানি নাই ।  
 কলসী বলিয়া আমি ঘরে লয়ে যাই ॥  
 কলসী থাকে গৃহে মা জানি কারণ ।  
 কলসী ভাল জানে দেখি নু লক্ষণ ॥

ভেকারগে কহিলাম আমি গো তোমারে ।

সুখেতে থাকিবে যদি রাখ কুপা করে ॥

শুনহ ঠাকুরাণী কহিমু তোমার ।

ভেকারগে রেখেছিমু গৃহেতে উদার ॥

পরিচর শুনিয়া তারিণী ক্রোধান্বিত ।

মালিনীয়ে গালাগাল দেয় যথোচিত ॥

সখীগণে রাজবালা দিল অনুমতি ।

লয়ে যাহ ছুইলেন যথা নৃপপতি ॥

কহিবে সকল কথা পিতার সদনে ।

উচিত এহার দণ্ড করিবে রাজনে ॥

এত শুনি সখীগণ ধরে ছুইলেন ।

লইয়া চলিল তবে রাজার সদনে ॥

বাটির বাহিরে গিয়া যত সখীগণ ।

মালিনীর প্রতি তবে কহিছে তখন ॥

শুনহ মালিনী লো কহি যে তোমারে ।

ঠাকুরাণীর অনুমতি বধিতে তোমারে ॥

বৈদ্যনিন্দা তব সনে জাহ্নবে প্রণয় ।

কেমনে লইব যাব রাজার সভায় ॥

এক সুক্তি আছে ইহা কহিব তোমারে ।  
 হৃদয় ছাড়িয়া যদি যাহ দেখাস্তরে ॥  
 তব তোমারে মোরা ছেড়ে দিতে পারি ।  
 তব মা পান ঘেন রাজার কুমারী ॥  
 কহিব এই কথা কাহার গোচরে ।  
 তব পাইলে ভুল কহিব নাগারে ॥  
 তব বাক্যে তারা হৈল আনন্দিত ।  
 তব কহি কুংখিনীর যদি কর দিত ॥  
 তব ধরি আমি বাঁচাও এবারে ।  
 তব ছাড়িয়া আমি পলাই নতবে ॥  
 তব যদি যায় তব না করি আকাশ ।  
 তব নীরে নখীগণ দিলেক আশ্বাস ॥  
 তব মালিনীরে দিলেক ছাড়িয়া ।  
 তব যায় তারা পাহু না চাহিয়া ॥  
 তব লইয়া চলে ভাঙ্গিনী নদন ।  
 তব নীরে সব কথা কহে নখীগণ ॥  
 তব পাইয়া ধনী আনন্দিত মনে ॥  
 তব গন্ধর্ব বিভা হর হইঅনে ॥



উত্তরেতে মালা বদন করে ছুজনার ।  
 মন্দিরীগণ তবে চামর তুলার ॥  
 কুসুম কলসুরী আর সুগন্ধি চন্দন ।  
 ছুই জনে মাখাইল যত মখীগণ ॥  
 কমলের বাসভাগে বসিল ভারিণী ।  
 রূপ দেখি মোহ গেল যতেক সজিনী ॥  
 হেনকালে মদন হানিল পঞ্চবাণ ।  
 শিহরিল ছুইজনে কামে হুঁত জ্ঞান ॥  
 জ্ঞান হারাইল রাগ অনন্তর নাগে ।  
 একদৃষ্টে চাহে রাগ ভারিণীর পানে ॥  
 লাগে পেরে শশীমুখী বদন ঢাকিল ।  
 বদন ধরিয়া রাগ টানিতে লাগিল ।  
 ছুজনার রঙ্গ দেখি যত মখীগণ ।  
 পলাইয়া গেল তবে আপন ভদন ॥  
 অতঃপর কামবাগ হৈল আরম্ভন ।  
 বহুদাস রচে কালি চণ্ডীকা চরণ ॥

অথ কমল তারিণীর শৃঙ্গার ।

ত্রিপদী ।

কামে মত্ত রসরায়, নাহি করে লজ্জা ভয়,

নাগরীর বগন খুলিল ।

বাঁক পেয়ে চঞ্চাননী, বলে ওহে গুণমণি,

কেনহে এমন কর বল ॥

জামি হে সুতন ললী, নাহি জানি এ পিরীতি,

দেহ শিক্ষা তুমি করে গুরু ।

প্রথমে শিখাটো হই, প্রেমগুরু দেব' কর,

সেই কর বাঞ্ছা কল্যাণকর ॥

দ্রুতনেতে হয় ভয়, গারে তত নাহি রয়,

সর্ব কার্য আছে এইরূপ ।

সর্ব কার্যে আছে গুরু, প্রেমগুরু কল্যাণকর;

তুমি গুরু ইথে হয় ভূপ ॥

হাসি কহে রসরাজ, কহিতে লাগয়ে লাজ,

এ বিদ্যার গুরু কেহ হয় ।

কেনন সধন গুণ, হয় বিদ্যা শত গুণ,

শিক্ষাগুরু রতি সহায় ॥

বাণ্য বৃদ্ধ ধুবা যত,      পশু পক্ষ কত শত,  
সর্বঘণ্টে ভ্রময়ে মদন ।

সে জনার হেন বাণ,      শিপের ডাঙ্গিল ধ্যান,  
কামে শিব হৈল অচেতন ॥

চেতন পাইয়া ধায়,      মদনে দেখিতে পায়,  
কামে ভস্ম করে ত্রিপুরারি ।

শিব কোণে ভস্ম হৈল,      রতি আসি বাঁচাইল,  
সদানন্দে বহু স্তুতি করি ॥

তথাচ তাহার বাণ,      অস্তির করয়ে প্রাণ,  
কোথা হৈতে হয় হে উপাস্তি ।

শ্রিয়সী বলি তোমাগ,      এ কর্ম্মেতে নাহি ভয়,  
স্থির হও দৈর্ঘ্য ধর যতি ॥

এত বলি গুণমণি,      কোলে নিল শ্রিয়সিনী,  
বদনেতে চুম্বিল বদন ।

মুখে মুখে দুই জনে,      মাতিল অনঙ্গ বাণে,  
ধমে পড়ে দৌহার বসন ॥

সহলে সহলে হয়,      শ্রিয়সীর ভালে ভয়,  
বাড়ি গেল কামের তরঙ্গ ।

ছুই জনে নকৌড়কে, বিহারয়ে নানা সুখে,  
কামবাণে শিহরয়ে অঙ্গ ॥

সুখামৃত পান করে; কাচলী কবেতে ধরে,  
যেন রায় মন্ত কবির ।

করে রহে অধোমুখে, কণে মধু ধার মুখে,  
প্রফুল্লিত আনন্দ অনুর ॥

ক্রমে ছল বসাইল,\* রসবতী শিহরিল,  
আবেশেতে রসিলেক অঙ্গ ।

ভিলাঙ্গ নাহি বিখ্যাম, উখলিয়া উঠে কাম,  
ঘূনত শিহরয়ে অঙ্গ ॥

ঘনে কোমর দোলে, নাগরী নাগরে কোলে,  
কড়ু রায় ধনীর কোলেতে ।

দেখিয়া দৌহার কাম, লাঞ্ছতে গলার লাজ,  
লাজ, লাজ গাইয়া মনেতে ॥

প্রেমরস উঠে উথলে, নির্গত হইবার কালে,  
ছুইজনে হইল মোহিত ।

সস ঘন শ্বাস বহে, দৌছে দৌড়া চাপি রহে,  
নিঃশব্দেতে স্পন্দন রহিত ॥

নির্গত হইল কাম, পূর্ণ হৈল মনকান,  
প্রেমানেন্দ্রে আনন্দ যুবতী।

হেনমতে তিনবার, নাগরে করে বিহার,  
কিহায়ে পোহাইল রাতি ॥

রজনী দেখি প্রভাত, পূর্বদিগে দিননাথ,  
প্রকাশিয়া হইল উদিত।

বসুদাস এই কর, যে জন রসিক হর,  
এ রসেতে সে জন মোহিত ॥

অথ দিবা শূকারাস্তে তারিণীর মনঃ।

রমণান্তে ছুইজন বসিল গাঙ্গজে।  
রতিশ্রম পাসরিল অনঙ্গ প্রসঙ্গে ॥  
গোপন ভাবেতে ছিল যত সখীগণ।  
স্তনিয়া দোহার কথা আইল তখন ॥  
সুবাণিত বারি আনি দিল সখীগণ।  
ছুইজনে করিলেক মুখ প্রক্ষালন ॥  
সখীগণে দেখি রাধা লজ্জিত বদন।  
আপনি সারিয়া বৈসে অঙ্গের বসন ॥

সখীগণ বলে শুন শুন ঠাকুরাণী ।  
 এত লাজ কর কেন দেখিয়া শাক্তী ॥  
 প্রিয়সখী আছে তব কাছেতে বসিয়ে ।  
 আমরা সকলে ঘাই থাক লজ্জা লয়ে ॥  
 শনি ধনী সজ্জিনীক অঞ্চল ধরিল ।  
 ব্রহ্মস্বরে সখীগণে কহিতে নাগিল ॥  
 তোমাদের সানুকূলে মিলিল শাক্তী ।  
 একএ জারিয়া কেন কহ হেন বাণী ॥  
 সখীগণ বলে শুন করি নিবেদন ।  
 সাহার যুগল কণ করিতে দর্শন ॥  
 মনেতে বাসনা ইহা ছিল বহু দিন ।  
 কখন পুরালেন চণ্ডী দৈহল সুদিন ॥  
 হেন মতে সখীসনে নানা কথা হয় ।  
 পূর্বমত নারিবেশ ধরিলেক রায় ॥  
 নারীবেশে থাকে রায় সজ্জিণির ঘরে ।  
 হৈ মতে তথা তুপ বক্ষে নিরন্তরে ॥

নানামতে রতিক্রীড়া করয়ে রাজন ।

নিভা নিভা হুত্ব বিহারে ছই জন ॥

এক দিন দিবাভাগে রাজার নন্দিনী ।

নিজাগারে শয্যাপরে নিভা যায় ধনী ॥

আর যত সখীগণ হুমে অচেতন ।

জাগ্রত আহুয়ে নাত্র রাজার নন্দন ॥

ধিরে ধিরে গেল রায় তারিণীর ঘরে ।

দেখিল নিদ্রিত ধনী শয্যার উপরে ॥ ৭

বসন খশিয়া গেছে আলু খালু প্রায় ।

দেখিয়া তো রসরায় প্রকুজ হৃদয় ॥

খটোপরে উঠি তবে বশিল রাজন ।

দেখিলেক তারিণীর নাহিক চেতন ॥

কুচকলি প্রকৃতি ডালিম্ব সমান ।

দেখিয়াত নরপতি কামে হতজ্ঞান ॥

কামবাণে ভূপতির রাজার শরীর ঘোহিল ।

শীহরিষে উঠে অল রুদ্র কল্পিল ॥

কলমুঠ হৈয়া তবে রাজার নন্দন ।

বন বন যুবতির চুম্বয়ে বদন ॥

কচকলি মর্দন করয়ে মনসুখে ।

কপাসত পান করে রহে মুখে মুখে ॥

কাজে তাজি রসরাজ করয়ে রমণ ।

কাজে মুখে বুক বুকে গুহে দুই জন ॥

কাজে নিশি আগরণে ছিল দুই জনে ।

কাজে না ভাঙ্গে ধনীর তাহার কারণে ॥

কাজে যোগে শুখাদয় দ্বিগুণ হইল ।

কাজে রসবতী নাগরে ধরিল ॥

কাজে যত মুখ একস্মেতে হয় ।

কাজে সবিলে দেখে মহাশয় ॥

কাজে সিদ্ধি করি রায় উঠিয়া বসিল ।

কাজে রসবতী চেতন পাইল ॥

কাজে বসিয়া রায় দেখিলেক ধনী ।

কাজে হেন কর্ম করে গুণধনি ॥



ক্রোধবৃত্ত হয়ে রামা করয়ে ভংগন ।  
 এমন নিলজ্জা আমি না দেখি কখন ॥  
 কেন হৈ কলিঙ্গি কর্ম দিবসে করিলে ।  
 কেহ পাছে দেখে ইহা মনে না ভাবিলে ॥  
 দৈবে যদি পিতা মাতা আসিত এখায় ।  
 কি লজ্জা হইত তবে ভাবি দেখে রায় ॥  
 এমন নির্ভর তুমি আগেতে জানিলে ।  
 তবে কি মজিত মন তব প্রমানলে ॥  
 লাজভয় যে জনার তিলার্জ্জতে নাই ।  
 তার মনে প্রেম করা এ বড় ব্যাধি ॥  
 অভিমানে কান্দে রামা উন্মাদিনী প্রায় ।  
 এমন লম্পট কেন মিলিল আমার ॥  
 ক্রন্দন শুনিয়া উঠে যত সখীগণ ।  
 তারিণীর নিকটেই দিল দরশন ॥  
 দেখিল দুজনে আছে একত্রে বসিয়া ।  
 আচরিতে কান্দে রামা শীরে করিয়া ॥

সেখি সহচরীভাবে লাগে চমৎকার

জিজ্ঞাসয়ে বিনয়েতে করি হোড়কর ॥

করা করে ঠাকুরাণী কহিবে সবারে ।

অকস্মাৎ একি ভাব হইল অদ্ভুত ॥

ভক্তের প্রায় ভূগ বসিয়া আছর ।

কি কন্যাতে ঠাকুরাণী এভাব উদয় ॥

ধন্য কহিছে ধনী সখী সমুদয় ।

কেন দিলি মিলাইয়া ॥

অন্যথায়ে অনার নাহিক শরীরে ।

সবন্যে বধিবারে অনায়াসে পারে ॥

কি কহিব সখীগণ মরি গো লজ্জায় ।

দ্বিভাগে রতিকীড়া শুনেছ কোথায় ॥

নিদ্রাবশে আছি আমি আপন আগারে ।

সদ দিল প্রাণে গো দিবা দুই প্রহরে ॥

বস্ত্রীর বাহির করে দেহ গো স্বরায় ।

প্রাণসঙ্গে উঠে সখী দেখিলে উভায় ॥

ক্রোধযুক্ত হয়ে রাগা কণ্ঠে তারিণী ।  
 এমন নিলজ্ঞ আমি  
 কেন কলি আমি এহার জীবন ।  
 শুনিয়া ধনীর কথা কহে সখীগণ ॥  
 কেন হে এ হেন কর্ম করিলে নাগর ।  
 অনুমতি দিল ধনী যাহ স্থানান্তর ॥  
 যে দেখি ইহার ক্রোধ বড়ই বিসম ।  
 বিপরীত হবে ইথে করি অনুপম ॥  
 ক্রোধেক যাও হে রায় বাটীর বাহিরে ।  
 শাস্তা হলে রাজবালা এস পুনঃ ফিরে ॥  
 রাজা বলে সখীগণ বলিছে তোমায় ।  
 যদ্যপি হইলাম দোষী ও রাজাপায় ॥  
 শেবে দেখি একবার ও চরণে ধরে ।  
 দয়া না করেন যদি যাব স্থানান্তরে ॥  
 না করেন দয়া যদি জীবনে বিকল ।  
 বসুন্ধলে এই দিবা শূন্যেরে করল ॥

অথ হারিণীর মান ভঞ্নার্থে নাগরের  
নাথনা ।

দীর্ঘ পয়ার ।

দেখে নাগরির মান, দেখে নাগরির মান,  
ভাবিছে নাগর কিসে হবে সমাধান ।  
ইহা মনেতে ভাবিলে, ইহা মনেতে ভাবিলে,  
করপুটে কহে রায় শরীসম্মুখিয়ে ॥  
প্রিয়ে দয়া কর মোরে, প্রিয়ে দয়া কর মোরে,  
তোমা বিনা কেবা আছে যাব কোথাকারে ।  
লাজি রাজ্য তেরাগিয়ে, এলাম রাজ্য তেরাগিয়ে,  
সর্বভাগী হয়ে আছি তব মুখ চেয়ে ॥  
তুমি হলে হে নিদয়, তুমি হলে হে নিদয়,  
এদাসের প্রতি ক্রোধ উপযুক্ত নয় ।  
চাহ বদন তুলিয়া, চাহ বদন তুলিয়া,  
যৌনব্রতে রহ প্রিয়ে কিশোর লাগিয়া ।

যদি না তাজিবে মান, যদি না তাজিবে মান,

তবুও প্রিয়সী হে যায় মোর প্রাণ ।

আমি পশীব অনলে, আমি পশীব অনলে,

গরল খাইব কিম্বা কাঁপ দিব জ্বলে ।

নাথি চরণে ধরিয়া, নাথি চরণে ধরিয়া,

কথা कह প্রাণেশ্বর বদন তুলিয়া ।

নাগর ধরিলেক পায়, নাগর ধরিলেক পায়,

প্রাণপ্রিয়ে একবার হয় হে যদয় ।

যদি করে থাকি দোষ, যদি করে থাকি দোষ,

যমযুগ চেয়ে প্রিয়ে হও হে সন্তোষ ।

মান ত্যজ্য হে তারিণি, মান ত্যজ্য হে তারিণি,

তোমা বিনে জিভুবনে কারে নাহি জা

বাই তীর্থতে চলিয়া, বাই তীর্থতে চলিয়া,

হেথারব আর বল কার মুখ চেয়া ।

দেখে নাগরে হুগতি, দেখে নাগরে হুগতি,

সখীগণ কাছে তবে সান্নিধ্য গতি ।

শুন শুন ঠাকুরাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী,  
চরণে ধরিয়া রায় নোটার ধরণী ।

এই মান সমাধান, কর মান সমাধান,  
মানে মানে কহে বাহে উভয়ের মান ।

নাগর করিল যে কাজ, নাগর করিল যে কাজ,  
মিলে তার অতিফল শুনে লাগে লাজ ।

পূর্বে শুনেছ পুরাণে, পূর্বে শুনেছ পুরাণে,  
যোগী হয়ে ছিলেন হরি ভীরাধার মানে

সে সব বর্ণিতে বিস্তর, সে সব বর্ণিতে বিস্তর,  
শেষে হরি পলাইল অথুরা নগর ।

দেখ পরে কি হইল, দেখ পরে কি হইল,  
বিচ্ছেদজ্বালাতে রাখার যে দশা ঘটল ॥

অতি শক ভাল নয়, অতি শক ভাল নয়,  
অতি মর্পে হত লক্ষা প্রমাণ আছয় ।

অতি মানে দুর্বোধ্যন, অতি মানে দুর্বোধ্যন,  
সকল শত্রু একবারে চটাইয়া যায় ।

দেখে হরি দর্পহারি, দেখে হরি দর্পহারি  
 কারে দর্প রাখেনাক জিভকনুরারী ।  
 শুনি সজিনীর বাণী, শুনি সজিনীর বাণী  
 নিঃশব্দে রহিল কিছু না বলিল ধনী ।  
 ভাব চণ্ডীকা চরণ, ভাব চণ্ডীকা চরণ  
 ওপদ ভাবিয়ে বসু করিল রচন ॥

অথ তারিণীর নামে কামলের

বিদায় ।

ত্রিপদী ।

নাভাক্ষে নারীর মান, হয়ে রায় অপমান  
 কহে ভূপ সখী সহধিয়ারী ।  
 নাধিনু চরণে ধরে, দয়া না হইলো মোরে  
 তবে থাকি কিশোরী লাগিয়া ॥  
 যারে হেরে যায় দুঃখ, সে যদি হলো বিমুখ

কার মুখ চেয়ে রব, বলো কেমনে বাঁচিব,  
বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয় ॥

যাচারে ভেবে আপন, সপে ছিলাম মন প্রাণ,  
বিক্রীত হইয়াছিলাম পায় ।

কহেছেন পূর্বে মোরে, বহুদোষ হলে পারে,  
সে দোষেতে পাইবে অভয় ॥

করিয়াছ তুচ্ছ দোষ, তাকে কেন এত রোণ,  
সখীগণ কি বলিব আর ।

আর না রহিব হেথা, যাই আমি যথা তথা,  
এ পিরীতে হই নমস্কার ॥

এতেক বলিয়া রায়, নানেতে ব্যাকুল কায়,  
কহে প্রিয়ে তবে আমি আমি ।

গৃহে আর নাহি যাব, কারে মূগ না দেখাব,  
এক বারে হই তীর্থবাসী ॥

বাঁচিল বাহিরে গীয়ে, চণ্ডীকায় প্রণমিয়ে,  
তব করে বজ্র-ভট পালী ।



রূপায়সী. কাল হরা, কৃতান্ত দলনী তারা,

আশুতোষ স্বদে বিলাসিনী ॥

শিব সীমন্তীনী শ্যামা, নিরদবরণী উমা,

হৈমবতী হর মন রমা ।

বিপদেতে উদ্ধারিণী, বিশ্ব বিপদ নাশিনী.

এ বিপদে উদ্ধারো গো মা ॥

কান্দে রাজার তনয়, দেবী দিলেন অভয়.

দৈববাণী হইল সর্গেতে ।

যাহ বাছা দেশে যাহ, জননীরে নক্সাবহ,

বৈসগিয়া আপন রাজ্যতে ॥

বেমন কান্দাল-তোরে, দ্বিগুণ কান্দাব তারে.

অবশেষে হইবে মিলন ।

সর্ব জনে এই কয়, কান্দালে কান্দিতে হয়,

শাস্ত্রমত বেদের লিখন ॥

দৈববাণী শুনি রায়, অনিন্দে প্রকুল কায়.

কল্যাণ করিয়া প্রিয় ।

নারিবেশে নরপতি, মানভরে দ্রুতগতি,  
ছাড়াইল তারিণীর ধাম ॥

নগর বাহিরে গিয়ে, নারিবেশ তেয়াগিয়ে,  
হল রায় পুরুষের বেশ ।

মনে ভাবে নৃপরায়, এবে কি করি উপায়,  
নাহি জানি কোথা যম দেশ ।

এত ভাবি নরপতি, মনোহে চিন্তিত অতি,  
বৈশে এক তরুণের তলে ।

প্রয়ার মানের দায়, নাগর বাকুল দায়,  
মনামল দিবানিশি হলে ॥

পাগলের প্রায় রায়, ধূলার লুণ্ঠিত কায়,  
মহামায়া জানিলেন মনে ।

নন্দীরে ডাকিয়া কয়, যথা আছে নররায়,  
যাহ তুমি তাহার সদনে ॥

যারাকপে মায়া করে, রেখে এস কমলেরে,  
ভূপতিরে আপন রাজ্যেতে

ব্রাহ্মণ কোটাল হয়ে, অশ্বোপরে আরোহিয়ে,

যাহ তুমি নৃপতি অগ্রেতে ॥

ভুলাইয়া কমলারে, লয়ে এই অশ্বোপরে,

রেখে এস ভূপতিরে দেশে ॥

চলা করি ভাণ্ডাইয়া, মায়াবর্ণ প্রকাশিয়া,

হেথায় আসিবে অবশেষে ॥

চণ্ডীকর আচ্ছাদ পেয়ে, নন্দি আনন্দিত হয়ে,

কমলের কোটাল হইয়ে ।

অশ্বোপরে আরোহিল, যথায় কমল ছিল,

তার অগ্রে দাড়াইল গিয়ে ॥

হেরি তারে ধরাপতি, জিজ্ঞাসয়ে মহামতি,

ধিরে ধিরে মধুর বচনে ।

কোথা তব নিকেতন, কোথা করেছ গমন,

কিবা নাম শুনিব্ অবশেষে ॥

কোটাল চাতুরি করে, কহিতেছে নৃপতিরে,

শুন কহি মন বিবরণ ।

কমল তারিণী লীলা, বশুদান বিরচিল,  
ছন্দে ভাবি চণ্ডীকাচরণ ॥

কমলের স্বদেশে গমন ।

পয়ার ।

এ ডহাথে কোতলাল কহিছে তখন ।  
এক মহাশয় আমি করি নিবেদন ॥  
যন্তী নগরে রাজা জয়ৎ সেন নাম ।  
এই পুত্র কমল গুণেতে গুণ ধাম ॥  
অন্যখানে রায় গিয়াছিল বনে ।  
মনেতে হইল যুদ্ধ রাক্ষসের সনে ॥  
বসেনা ভূপতির পলাইয়া গেল ।  
কথর নরপতি সংগ্রামেতে ছিল ॥  
এক মন্দ কিছু তার না জানি সংবাদ ।  
অনুমান করি যোরা ঘটেছে প্রমাদ ॥  
এহার জননী কান্দে শোকে অচেতন ।

হাহাকার শব্দ রাজ্য নাহিক রাজন ॥  
 দীগদীগান্তরে মোর খুজিয়া বেড়াই ।  
 তার গম ত্রিভুবনে কভু দেখি নাই ॥  
 তোনারে দেখিয়া আমি ভাবি মনে মন ।  
 অনুমানে দেখি যেন রাজার মতন ॥  
 তেমতি কপের শোভা তেমতি বরণ ।  
 কেবা তুমি মহাশয় কহ বিবরণ ॥  
 কোটালের কথা শুনি কহিছে রাজন ।  
 কহিতে না পারি আমি সে সব বচন ॥  
 কেনন আছেন দূত জননী আমার ।  
 রাজ্যের কুশল কহ শুনি সমাচার ॥  
 কোতয়াল কহে রার কহনে না যায় ।  
 সচক্ষে দেখিবে গিয়ে চলহ স্বরায় ॥  
 অশোপরে আরোহন করি পরায় ।  
 কোতয়াল সহ রায় স্বদেশেতে যার ॥  
 বায়ুবেগে চলে হয় দেশ দেশান্তর ।

অবিলম্বে উত্তরিল জয়ন্তী নগর ॥  
 নগর নিকটে গিয়ে কোতয়াল কর ॥  
 বাইতে না পারে অধ বড় পিপাশায় ॥  
 একে দাওর রাজা বৈশ্য এই খানে ॥  
 দেখে তড়াগ ঐ দেখে বিদ্যমান ॥  
 খাওয়াইয়া অধে আনিব এখন ॥  
 তবে তুমি অখোপরে করিছ গমন  
 কাটালের বাক্যে রায় লাগিল তখন ॥  
 খাওয়াইয়া কোতয়াল করিল পমন ॥  
 নগর নিকটেতে উপনীত হয়ে ॥  
 নদী প্রকাশিয়া নন্দি গেল পলাইয়ে ॥  
 নদীরে কহিল নন্দী সব বিবরণ ॥  
 নদী রায় বসিয়া ভাবিছে মনেমন ॥  
 একে বিলম্বে রাজা গেল সরোবরে ॥  
 হি দেখে কোতয়াল না দেখে অখোরে ॥  
 খাওয়াইয়া রাজা বসিল তখন ॥

হেনকালে পুর বাসি আইল একজন ॥  
 দেখি তারে নরপতি জিজ্ঞাসে তখন ।  
 লক্ষ্মীথেকে কোন গ্রাম কহ বিবরণ ॥  
 পুরবাসি কহে শুন বলি গো তোমায়ে ।  
 জয়ন্তীনগরে এই দেখে মহাশয় ॥  
 রাজা কহে পুরবাসী কহি গো তোমায়ে ।  
 রাজপুরী দেখাইয়া দেহত আমায়ে ॥  
 জিজ্ঞাসয়ে পুরবাসী তুমি কোন জন ।  
 রাজপুরী যাবে তুমি কিসের কারণ ॥  
 রাজা কহে সব কথা কহিব পশ্চাতে ।  
 সংবাদ জানাও আগে রাজার বাড়িতে ॥  
 কমল আনার নাম কহিনু তোমায়ে ।  
 রাজপুরি লয়ে চল মোরে সঙ্গে করে ॥  
 তুমি পুরবাসী হইলো প্রকুল হৃদয় ।  
 ক্রতগতি ধৈর্যে চলে রাজার সভায় ॥  
 পাত্র নিঃসরণে কহে সব বিবরণ ।

## কমল-তারিণী ।

১২৫

আসিয়াছে নরপতি নৈগরে এখন ॥  
 পাত্র গিহ গণ সব ধাইয়া চলিল ;  
 যেবা পোনে সেই যায় মহা কোলাহল ॥  
 অধনারি হয়ে সবে আনিল রাজনে ।  
 পদতলে নরপতি আইল নিকেতনে ।  
 নগরে দেখিতে আইলো যত পুরজন ।  
 রত্ন রত্ন যুবা আদি সবায় গমন ॥  
 হৃদয় করে কেহ ধাইল হরিতে ।  
 আইলো মহারাণী অন্তর হইতে ॥  
 কলস লয়ে কমলেবে করয়ে ক্রন্দন ।  
 জলেতে রাণীর ভিজিল বসন ॥  
 নিম্নগণ আনি রাণীরে বুঝায় ।  
 হয়ে মহারাণী নিজালয়ে যায় ॥  
 হিজগনে রাজ্য প্রণাম করিল ।  
 মন ব্যক্তি তারে রাজা সম্ভাষিল ॥  
 ধন বিতরণ করয়ে রাজন ।



মহা আনন্দিত সব রাজার ঔবন ॥  
 পাত্র মিত্র সকলেতে জিজ্ঞাসে তখন ।  
 কহ শুনি মহাশয় আশ্রয় বিবরণ ॥  
 রাক্ষসের হইতে কিসে হইল নিষ্কৃতি ।  
 এত দিন ছিল কোথা কহ মহানতি ॥  
 রাজার কাছে সেই কথা কাহিতে বিস্তর ।  
 রাক্ষসের সঙ্গে বড়ই হইল দ্বন্দ্ব ॥  
 অচেতন হয়ে পড়ে অশ্বের উপরে ।  
 অশ্ব লয়ে গেল খেলে দিগ দিগান্তরে ॥  
 অশ্ব পরে বহু দেশ ভ্রমিয়া বেড়াই ।  
 তদন্তরে সে অশ্বরে দেশেতে পাঠাই ॥  
 শুণ্ড বেশে ছিলাম আমি ডাবিড় নগরে ।  
 একজন কোতয়ালে পাই দেখিবারে ॥  
 অশ্বসহ কোতয়াল নিকটে আইলো ।  
 উভয়েতে পরিচয় দুইজনে হল ॥  
 তার অশ্ব চড়ে আমি আইলাম হেথায় ॥

শিখাশিত হইলেন টেকটালের হয়ঃ ॥  
 অশ্রু জল ঝাওয়াইতে কোটালীশীল ।  
 নাই জানি কোতয়ালে কোথাকারে গেল ॥  
 বিদায় হইলান আমি তারে না দেখিয়ে ।  
 নবিত্তে লাগিলান আমি তথায় বসিয়ে ॥  
 এক জন পরবাসি মনে দরশন ।  
 গর সহ আমি হেথা শুনি নব্বজন ॥  
 মনেতে ছিল না দেশ কোথার আখার ।  
 নরকপী পাব আমি এই রাজ্যভার ॥  
 আমি সব সভাজন বিষয় হইল ।  
 উহ্যে সকলেতে নিজালয়ে গেল ।  
 নরকপী নিজরাজ্য করয়ে রাজন ।  
 তারিণীর ভাব রাজার হল বিষয়ন ॥  
 অবমন শ্যামাপদ কি কর বসিয়ে ।  
 সাইতে না হবে তার শমন আলয়ে ॥



অথ তারিণীর বিচ্ছেদ ।

পর্যায় ।

হেথা আছে রাজবালা হইয়া মানিনী ।  
 সারা দিবা গেল যখন আইল যামিনী ॥  
 না দেখি নাগরে রামা বসাকুলিত কার ।  
 ক্রিগীগগরে তবে শক্তরে শুধায় ॥  
 কহ সখী প্রাণনাথ গেল গো তথায় ।  
 তারে না হেরিয়ে সখী মমপ্রাণ যায় ॥  
 কেন বা করিলাম মান বল কি হইল ।  
 নাথের বিচ্ছেদানলে বুঝি প্রাণ গেল ॥  
 ধৈর্য্য বে ধরিতে নারি প্রাণ ঝলে যায় ।  
 কি করিলাম কি হইল হার হার ॥  
 এত বিন রাজবালা হে নাথ বলিয়া ।  
 অকস্মাৎ ধরাতলে পড়ে যুঁহু হইয়া ॥  
 বিন্দু২ প্রেমবারি ছনয়নে বহে ।  
 স্পন্দহীন রাজবালা অচেতনে রহে ॥

হৃদি সব সখীগণে লাগে চমৎকার ।

কি হুল? বলে করে হাহাকার ॥

দূর হইতে সখীগণ তারিণীরে তোলে ।

সবসখী রাসবালায় করিলেক কোলে ॥

কোন সখী বারি আনি বদনেতে দেয় ।

কহ বা অঞ্চল লয়ে বদন মুছায় ॥

কেন বা করিয়াছিলে হেন ছার মান ।

মানেন্তে হারালে নাথ ইবে যায় প্রাণ ॥

ক্লেণেক বিলম্বে ধনী চৈতন্য পাইয়ে ।

মুহূৰ্ত্তে সন্ধির প্রতি জিহ্মাশয়ে ॥

কহ সখী কোথা গেল মম প্রাণনাথ ।

কি করিলাম কি হইল কে দেখাবে নাথ ॥

নারেক আনিয়া সখী দেখা গো আমারে ।

তাহার বিরহে মমদহে কলেবরে ॥

সে কান্ত বিহনে মোরে কে শান্ত করিবে ।

নিতান্ত ভেবেছি মনে প্রাণান্ত হইবে ॥

নাথের বিচ্ছেদমন হয়েছে প্রবল ।  
 কার্তদয়ী জানাইয়া দেহ গো অনল ॥  
 তাহা এবেশিয়া করি এনল শীতল ।  
 প্রাণনাথ বিনে মথী জীবনে কি ফল ॥  
 মথীগণ বলে শুন শুন ঠাকুরাণে ।  
 ধৈর্য্য ধর পাবে পুনঃ সেই গুণমনি ॥  
 আগন্তে করিলান মানা শুনি না কানে ।  
 নাগরে বিষায় দিলি হৈন হার মানে ॥  
 কান্দালে কান্দিতে হয় শুনেছ প্রবণে ।  
 ধৈর্য্য ধর পাবে নাথ কান্দ অকারণে ॥  
 তারিণী কহিছে মথী কি কথা কহিলি ।  
 মৃত্যুদেহে তোরা যেন প্রাণদান দিলী ॥  
 আবার কি পাব আমি নাগরে দেখিতে ।  
 আবার কি পাব তার বাসেতে বসিতে ॥  
 আবার কি রব দৌঁছে বদনে বদনে ।  
 প্রাণ বুড়াইব দৌঁছে মুখামৃত পানে ॥

এত বলি রাজ বালী উদ্ভাটিনী প্রায় ।  
 ধয়ে চলে মহামায়! আছেন যথায় ॥  
 বসে আগো হুখহারা শিব শিমন্তিনী ।  
 নিজ দানীর প্রতি কেন নিষ্ঠুর জননী ॥  
 তোমার রূপায় মাঝ পেয়েছিলেন পতি ।  
 এর কেন কর মাতা এ হেন দুর্গতি ॥  
 নানাবধি পূজি তোমায় সে কান্তের আশে ।  
 দিয়ে কাঙ করে শান্ত এই কর শেষে ॥  
 কথের বিচ্ছেদে আর না রাখিব প্রাণ ।  
 প্রণাম হইলে নাগো পাব পরিজ্ঞান ॥  
 এই কি দাশীর দশা করিলে জননী ।  
 বনকরে মহামায় জুড়িহুইপাণী ॥  
 চৌতিষ অঙ্করে শুব করে চণ্ডীকায় ।  
 চণ্ডীকার পদ ভাবি বশু দাস কর ॥

অথ তারিণীকৃত চৌতিষ অঙ্করে চণ্ডীকার শ্রবণ  
পান্নার ।

ক কৃপাকর কাত্যারিনী করিলাম অঘন ।

কৃপাময়ী কৃপা নিধি কৃতান্তদলন ॥

খ খর্ব্বানী খেটক ধরা অশুর সংহার ।

খণ্ডীলে দেবের ভয় ক্রমকরি তার ॥

গ গনমাতা গয়েষ্মরি গীরিজানন্দীনি ।

গয়াগঙ্গা গোদাবরি গকুলে গোপীনি ॥

ঘ ঘন ঘন সিংহনাদে ঘেরিলে অশুরে ।

ঘোর শব্দে পদ দিনী মহিনাশুরে ॥

চ চামুণ্ডাকপিনী চণ্ডীচণ্ডমুণ্ড নাশিনী ।

চারিভুগে চরাচরে বক্ষ মৌলবাশা ।

ছ ছলা করি ছলিলে না ব্যাধের নন্দনে ।

ছলিলে ত্রিমন্ত্ৰমাতা দক্ষিণ মশানে ॥

জ জঘদানন্দিনী জয়া ত্রিজগতের সার ।

জমের যন্ত্রণা শুনি নায়ে জায়জার ॥

১। বাক্যরিয়া গনু মাতা ধরিলে জখন।  
 ২। বাক্যরিয়া গনু মাতা ধরিলে জখন ॥  
 ৩। টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র জখন ছাড়িলে।  
 ৪। টঙ্কার করে কীতি জায় রক্ষাতনে ॥  
 ৫। উদমগ করে ক্রিতি চরণের ভর।  
 ৬। উদমে পলায়েগেল শীঘ্রের গোচরে ॥  
 ৭। চান খাড়া দুইহাতে উল্লসিনী বেশ।  
 ৮। চানপাড় চরনেতে আপানী নহে ॥  
 ৯। চরমরী তারা ভূমি তিমির জানিনী।  
 ১০। চর জানে জেবা তারে ধন্যগনি ॥  
 ১১। চর করে অঙ্গ খির নাহি রয়।  
 ১২। চক্রে মনেপড়ে সমনের ভয় ॥  
 ১৩। চরমরী নাম দুর্গা বেদাগমে শুনি।  
 ১৪। চরমরী হুখিনীর পতি দেহ আনী ॥  
 ১৫। চর অর্থ নাহিমোর অধার্মিক জন।  
 ১৬। চলে জন্মে হলাম ধর্ম্মেতে বধন ॥



ন নন্দগোপা মৃত্যুভাতা নগেন্দ্র নন্দিনী ।  
 নিরাকার জলময়ী তরঙ্গ কপিনী ॥  
 প পার্শ্বতি পরমাংগতি পতিত পাননি ।  
 পাবো কেতে করতাল আশ্রিতো পাপিনী ॥  
 ফ ফলিন্দ্র মণিসু ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণে ।  
 ফলিবক মোক্ষফল শতে যোগাধনে ॥  
 ব বদন আচ্ছন্ন করি তব নাম আরে ।  
 বসিমাছে নিন্দুতিরে বহির্ব্যাধি পরে ॥  
 ভ ভৈরব ভবানী মাতা গিরিরাজ সূতা ।  
 ভব ভয় হরা তারা ভবের বনিতা ॥  
 ম মহিষমর্দিনী মাতা মনে পাই ভয় ।  
 মায়াতে মোহিত করে গেলে গো কোথায় ॥  
 য যমুনাতে মায়া করি শিবাক্রপ হলে ।  
 যোগমায়া বসুদেবে পার করেছিলে ।  
 র রাঘব মতিধী হয়ে রাবণে-নাশিলে ।  
 রাঘচন্দ্র পূজা তব করিল অকালে ॥

ল লক্ষ্যে আছিলে মাতা উগ্রচণ্ডা বেশ  
 লহ লহ করে ফিরা চরণে মহেশ ॥  
 ব বৃন্দাবনে কাত্যায়নী কাপোতে জননী ।  
 লজ্জলীলা করিলে মা লইয়া গোপিনী ॥  
 শ শ্যামাক্ষিনী শ্যামকপে অবতীর্ণ হলে ।  
 শ্যাম কপে শ্যামা হরে আয়নে ছলিলে  
 ব বড়ানন জন্মকালে শুভা গো সর্বাঙ্গী ।  
 শঠতা করিলে শিবে চলিলে আপনি ॥  
 ন সহস্র সহস্রানন যদি মিলে মোরে ।  
 দব গুণ সাধ্য নহে পারি বর্ণিবারে ॥  
 হ হৈমবতী হরধনু বামকরে নিলে ।  
 হলাহল পানে হরে রক্ষা করেছিলে ॥  
 ক কণেক করুণা কর এসম্ম বশুরে ।  
 ক্রিতি লুটী বসুদাস বলে যোড়করে ॥

অথ মদ্রসেন রাজার স্বপ্ন দর্শন ।

পর্যায় ।

সুবে তুষ্ট মহামায়া হইয়া সময় ।

আকাশবাণীতে তারা তারিণীকে কয় ॥

না কান্দ না কান্দ বাছা মদ্রর জনন ।

পুনকপী হইদেক ছুজনে মিলন ॥

আকাশবাণীতে দেবী এতেক কহিয়ে ।

নিশিযোগে রাজার শিরেরে বৈসে গিয়ে ॥

নিদ্রা যায় মদ্রসেন হয়ে অচেতন ।

নিশাবশে মহামায়া দেখার স্বপন ॥

শুন বাছা মদ্রসেন কহিরে তোমায় ।

তব কন্যা রাখ ইবে করিষা উপায় ॥

গন্ধর্ব বিবাহ করে কমল রাজন ।

জয়ন্তীনগরে জন্মেনেনের নন্দন ॥

নারীবশে এসেছিল তারিণী ভবনে ।

তারিণীর মানেতে সে গেল নিকেতনে ॥

তারিণী তাহার শোকে আছে অচেতন ।  
 পুনরপী আনি তারে করাহ মিলন ॥  
 বদাশি হে মদ্রসেন এহা না করিবে ।  
 নিশ্চয় জানিবে আর কনা নাহি থাকে ॥  
 কহিলাগ কর রার ইহার উপায় ।  
 কনলে আনিয়ু হেথা রাখ তনয়ার ॥  
 লোকাচারে বিবাহ তাহার মনে দেহ ।  
 পুনরপী দুইজনে মিলন করাহ ॥  
 এত বলি মদ্রসেনে জাগাইয়া দিয়া ।  
 অন্তধান হইল দেবী এতেক বলিয়া ॥  
 নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি উঠিয়া বসিল ।  
 স্বপ্ন হেরি বাকুলিত হৃদয় কম্পিল ॥  
 মুখে রাম রামশব্দ আরে মনে ঘন ।  
 শব্দ শুনি উঠি রাণী বসিল তখন ॥  
 কি হলো কি হলো বলি রাজারে জিজ্ঞাসে ।  
 কিছু নাহি বলে রাজা অধোমুখে বৈসে ॥

রাণী বলে কেন রাজা বিরস বদন ।  
 নিতাবেশে ছিলে কেন হইলে এমন ॥  
 রাজা বলে শুন রাণী কি বলিব আর ।  
 কন্যা জন্য কুলক্ষয় হইল আমার ॥  
 বিভা না করিল কন্যা ইহার কারণ ।  
 গোপনেতে বিভা করে কমল রাজন ॥  
 জয়সেন সূত বাস জয়ন্তীনগরে ।  
 নারীবেশে এসেছিল তারিণীর ঘরে ।  
 গন্ধক বিবাহ করি ছিল দুই জনে ।  
 তারিণীর নামেতে নে গল নিকেতনে ॥  
 তার শোকে হলো কন্যা পাগলিনী প্রায় ।  
 কন্যাকে আনিয়া হেথা রাখ তনয়ার ॥  
 সপনেতে মহামায়া এতক कहিয়ে ।  
 অবস্থান হইল মাতা মোরে আগাইয়ে ॥  
 কি করিব বল রাণি উপায় ইহার ।  
 প্রকাশ হইলে হবে কলঙ্ক অপার ॥

প্রিয়! বিদ্যায় রাণী না সরে-বচন ।  
 কখনো বিশেষে রাজ্যী কহিছে তখন ॥  
 কহিবে তল ভূপ ইহার উপায় ।  
 কখনের সঙ্গে বিলা দেহ তনয়ানি ॥  
 কখনো পাঠাও দূত নান্দী নগরে ।  
 কহি লিখি আনাইবে রাজার কুমারে ॥  
 কহি হইবে ছেথা বেদ বিধি মতে ।  
 কখনো কেহ বজু না পারে জানিতে ।  
 কহি বৃত্তি করি দোহে স্থির কৈল মন ।  
 কখনো দূত এক ডাকিয়ে আনিব ।  
 কখনের নতমেন লিখন লিখিব ॥  
 কখনো বরণ যে করেছে তোমারে ।  
 কহি তুমি আনিবেন ডাবিড় নগরে ॥  
 কখনো তারিণী আমি করিব অর্পণ ।  
 কহি গোপ্তে অবিলম্বে আসিবে এখন ॥



ধীরে ধীরে রাণী কহে, দুঃস্বপ্নে বারি বহে,  
কেন বাছা হইলেন এমন ।

মনে বড় পাই ব্যথা, স্বর্নলতা বিবর্তিতা  
কানি হলো সোনার বরণ ॥

গুহু দেখে হইয়াছে, বিধুবুধ শুকাইছে,  
দেখে প্রাণ বিদরে আবার ।

দল্য করে গোরে কণ্ড, কোন দুখেঃ দুখি হও,  
কহ দেখি শুনি একবার ।

বাগের শুলনা বাণী, লাজে হেট ভোজননী,  
অধমুখে ক্রিতি নিরাখিল ।

বিব্রা কন্যার মন, উঠে রাণী ততক্ষণ,  
বিরনেতে একাকী বসিল

তাকাইয়া সখীগণ, জিজ্ঞাসিল বিবরণ,  
কহ দেখি শুনিতব স্থানে ।

কাথা হতে এলো রায়, কেবা মিলাইল তার,  
কি কাপেতে ছিল এইখানে ॥



সত্য করে ঘোরে কহ, মনে ভর না করিহ,

তোমাদের নাহি কিছু দোষ ।

বাতার লিখন হাছা, কে খণ্ডিতে পারে তাক,

তাহে আমি নাহি করি রোষ ॥

দানীগণ ঘোড় করে, কহিতেহে বীষে বীরে

আহুঅন্ত সব বিবরণ ।

বিজ্ঞার হরে অকরে, বাক্য মুখে নাহি মত্তে

নিজাগারে রাজীর গমন ॥

রাজারে সকল কয়, সর্বদ্বৈষ পরিচয়,

শ্রমি রাষ্ট্র হয় চমকিত ।

চণ্ডীকার পাদে মন, থাকে যেন সর্বক্ষণ,

এই ভিক্ষা মাগে মম চিত ॥

অথ দূত সহ কালের ডারিড় নগরে গমন

পুষার ।

রথ আরোহিয়ে দূত করিল গমন ।

অবরুদ্ধে চলে রথ পবন গমন ।

অবধানগরে রথ সজরে উত্তরে ।  
 রথ বাখি গেল দূত রাজরে গোচরে ॥  
 সিংহাসনে বসিয়াছে কমল রাজন ।  
 তারিণীর ভাব আর নাহিক অরণ ॥  
 হনকালে গিয়ে দূত নোড়াইল মাথা ।  
 ঘোড়হাত করি দূত কহিতেছে কথা ॥  
 জিজ্ঞাসিল নরপতি কোথা নিকেতন ।  
 কি হেতু আইলে হেথা কহ বিবরণ ॥  
 তে বলে অবধান শুন মহাশয় ।  
 দাবিড় ভগরে মদ্রসেন নরায় ॥  
 তার আজ্ঞা পেয়ে মম গমন হেথার ।  
 সিপিরাছে পত্র এই লহ মহাশয় ॥  
 ত বলি পত্র দিল ভূপতির করে ।  
 পত্র পেয়ে নরপতি হরিষ অন্তরে ॥  
 পত্র পাঠে কমলের চিত্র উচাটন ।  
 তারিণীর পূর্ব ভাব হইল অরণ ॥

বসিবারে দূতেরে করিয়া অনুমতি ।  
 বাটির ভিতরে তবে গেল নরপতি ॥  
 মায়েরে প্রণাম করি কহিছে রাজন ।  
 যোড়হাত করি রায় করে নিবেদন ॥  
 শুনগো জননী আমি নিবেদি তোমারে ।  
 নভসেন নামে রাজা জাবিড় নগরে ॥  
 তাঁহার তনয়া এক নামেতে তারিণী ।  
 আমারে বরিবে কন্যা লিখে নৃপমণি ॥  
 দূত সহ রথ রাজা পাঠাইয়া দিল ।  
 আমারে যাইতে তথা ডুপাল লিখিল ॥  
 অনুমতি যদি মাতা দেহতো আমায় ।  
 তবে আমি বিভা করি রাজ তনয়ায় ॥  
 শুনি রাজ্ঞী প্রকুলিতা আনন্দ অন্তরে ।  
 শিরে চুম্ব দিয়ে পুত্র কহে ধীরে ধীরে ॥  
 অবিলম্বে বাহ বাপু জাবিড় ভবনে ।  
 বিভা করি রাজবালা আরিবে এখানে ॥

কনকীয়া! থেকোনা যেন এ দুঃখিনী মায় ।  
 দুই চারি দিন গতে আসিবে স্বরায় ॥  
 মায়ের নিচটে রায় মাগিয়া মেলানি ।  
 কেশ্বর জাবিড়েতে যায় নৃপমণি ॥  
 সত সহ সেই রথে উঠিল রাজন ।  
 রথী চালায় রথ পবন গমন ॥  
 হাবিড় নগরে রথ দিল দ্রাশন ।  
 রাজ সভা মধ্যে উপনীত দুই জন ।  
 রাজা মধ্যে আছিলেক যত দ্বিজগণ ।  
 কালের রাজমুত বন্দিল চরণ ॥  
 চন্দুরে ভূপতির চরণ বন্দিল ।  
 ত করি মদ্রসেন ভূপে বসাইল ॥  
 ভূমন্দির মদ্ররাজ কমলে হেরিয়ে ।  
 বিজ্ঞানিল কমলারে যতন করিয়ে ॥  
 কবানাম ধর বাপু কাহার নন্দন ।  
 ত্য করি কহ বাপু করিব অবণ ॥

রাজার তনয় তবে ঘোড় করে বস ।  
 জয়ন্তী নগরে ভূপা আমার আলয় ॥  
 জয়সেন নামে রাজা জানে সর্বজন :  
 কমল আমার নাম তাহার নন্দন ॥  
 তব পত্র পেয়ে আমি আইনু কেথায় ।  
 কি কৰ্ম করিব আমি কহ মহাশয় ॥  
 মদ্রসেন কহে তবে মুহুরে বাণী ।  
 নম কন্যা আছে এক নামেতে তারিণী ॥  
 সৰ্ব মূলকণা কন্যা থাকে নিজাগারে ।  
 তোমারে করিবে বিভা চণ্ডীকার বরে ॥  
 আমার বাসনা মনে ছিল বহু দিন ।  
 তোমারে তারিণী দিয়া করিব নিগন ।  
 মম অভিলাষ পূর্ণ করিলেন শিবানী ।  
 তব সহ বিভা দিব আমার নন্দিনী ॥  
 শুনিয়া যে নরপতি নিশাকে রহিল ।  
 হেটুগুণে ভূপতিরে কহিতে লাগিল ॥

যে আজ্ঞা করিলে রাজ্য করিব পালন ।

সাপ্রবাদ দেয় নৃপে কহে সভাজন ॥

শিরে হুয় দিবে রায় আশীর্বাদ করে ।

বিবাহ উদ্যোগ করে হরিষ অন্তরে ॥

দূতেরে ডাকিয় আজ্ঞা দিলেক রাজন ।

গণক ডাকিয়া আন করিয়া যতন ॥

আজ্ঞা পেয়ে গেলমুত গণক ডাকিতে ।

অবিলম্বে আনে তারে রাজার সভাতে ॥

বেদমতে আশীর্বাদ করিয়া ভূপেরে ।

গণক বশিল গিয়া মন্ডার ভিতরে ॥

হৃদেভাবি চণ্ডীকার চরণ দুখানী ।

বিরচিত নবকাব্য কমল তারিণী ॥

অথ কমল তারিণির গাথ্রে হরিজ্ঞা ।

ত্রিংশদী ।

গণক দেখিয়া রায়ঃ অনুমতি দিলতায়,

শুন কহি গণক এখন ।

কন্যার বিবাহ দিবো, সকলেবে নিমন্ত্রিবো,

করদেখি দিন নিকপণ ।

গণক গণিয়া কয়ঃ শুন শুন মহাশয়,

পরয়া আছয়ে শুভদিন ।

বারগুরু বৃহস্পতি, ক্রিষ্টনী নক্ষত্র হুতি,

রাশনাম কহিবে এখন ।

কন্যারশী কহেরায়, সরাস কনক কয়,

গণক গণনা করে তার ।

বর কন্যা একরাশি, গণনায় মিলে আশি,

রাজ জোটক মিলিতেসার ॥

পাত্রমিত্র শবেকয়, এই লগ্নে মহাশয়,

বিবাহের দিন নিকপণ ॥

সকলে হল সম্মত, রাজার হইলমত,

ডাকাইয়া আনে ভট্টগণ ।

নিমন্ত্রীল নানা দেশ, স্বদেশ বিদেশ দেশ,

অহরহ যায় ভট্টগণ ॥

বাদ্যবাজে নগরেতে, নরপতি হরষিতে,

পূরহিতে ডাকাইল তবে ।

পূরহিত ছিজ্বরে, কহেয়ায় ষোড় করে,

পরয়া তারিণী বিভা হবে ॥

গাত্রেতে হরিজাদিতে, সমর কর স্থরিতে,

দ্বি-বর কহিলে তখন ।

শুন কহি মহাশয়, অদ্য গোখলি সময়,

দেহগাত্রে হরিজা এখন ॥

সকলেতে দীল সায়, বা টীতে গেলেন রায়,

রাণীরে কহিল বিবরণ ।

রাণির আনন্দমন, ডাকেকুল বধুগণ,

ডাকে যত প্রতিবাশীগণ ॥

তারিণীর বিভা শুনে, সবার আনন্দমনে,

দ্রুতএসে যত কুলজনা ।

আইল দ্বিজ রমণী আরয়েল নাপিতিনী,

রাজপুরে আইল সর্বজনা ॥



সবারে সঙ্কেতে লরে, আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,

চলেরাণী তারিণীরধামে ।

বশিরাছে রাজবালা, যেন পূর্ব শোলিকনা,

শাখিগণ বশিয়াছে দ্বায়ে ॥

কহিতেছে রাজরাণী, শুনবলীগোতারিণী,

তব বিভাদিবস এখন ।

জরন্দি নগরে ধান, রাজা জয়ন্তেন নাত

কমল যে তাহার নন্দন ॥

বিভা করিবারে আসে, আশিরাছে মগবাসে

জারে তুলী করেছ বরণ ।

মায়ের শুনীয়া বাণী, মনেআনন্দীতধনী,

লাজভয়ে নাকছে বচন ॥

গোধূলীতে শুভক্ষণে, যতক রমণীগণে,

হরিজা মাথার তারিণীরে ।

আনন্দেতে কোমধনী, কয়েকেহ উলুধনী,

কেহ কেহ সংখ্য ধনী করে ॥

প্রফুল্লিতা নারীগণ, করে মঙ্গলচরণ,

বাদ্য শব্দে পুরিল মেদনী ।

দ্বিজের বাটতে রায়, কমলে লইয়া বায়-

দ্বিজদারি বসে নৃপমণী ॥

বরণায়ে ছরিদ্রা দেহ, শুভকার্য্য নির্বাহ,

হেথা হেতে হইবে এখন ।

আপনি অধ্যক্ষ হন, শুভকর্ম্ম নির্বাহিয়ে,

করহ বিবাহ সমপণ ॥

আনন্দিত দ্বিজমণী, যে আত্মা হে নৃপমণী,

নামে দ্বিজলইয়া কমলে ॥

আপন বাটতে গীতের স্বর কনলে বশায়,

ব্রাহ্মণীয়ে সবকথা বলে ॥

দ্বিজরাণী হরমিতা, ডাকিয়া নিজ ছহিতা,

প্রীতিবাসি সকলে ডাকিল ।

বাঁত্রাপোষে রাজপুরে, ধৈয়ে এল উত্তরগড়;

রামাগণ কেশাবেশনাবন্ধীল ॥

বররে দেখিতে যায়, বালা বুদ্ধ যু বাধার,  
উপনিত দ্বিজের ভবনে ।

দ্বিজবর বরেলয়ে, অন্তর মধ্যেতেগীয়ে,  
বলাইল কমলে যতনে ॥

কমলের রূপহেরি, মোহিত সকল নারি,  
নিঃসন্দেহে রহে সর্বজন ॥

একদৃষ্টে দৃষ্ট করে, বদন কিরাতে নারে,  
কপোকাশে পাড়ে রামাগণঃ ।

কেহুলে একিসখী, হেনরূপ নাহি দেখি,  
আই নারি কিবা চন্দ্রানন ।

জনমিয়ে কীতিত লে, হেনরূপ কোনকালে  
কভূকেহ দেখেহ কখন ॥

রাজারকন্যা তারিণী, রূপে তৈলক্ষ্য মোহিনী  
বরেদেখি তৈলক্ষ্য মোহন ।

সেইকন্যা এইবর, বিধি মিলাইল বর,  
হইয়াছে সন্ধান মিলন ॥

একসখি বলে নই, একপের তুল্য কই,

অতুলনাতুলনা রহিত ।

একপ বদ্যাপী পাই, বিরলে লইয়া জাই,

ছোছে হই একত্রে মিলিত ।

বাক্যশূন্য পান করে, ক্ষুধা হুটী যায় দূরে,

ঘুচে যে মনের বেদন ।

একজনে বলে নই, একি অপকৃপ নই,

কোথা হৈতে আনিলো রাজন ।

লনিষা কদাচ নয়, দেবতা, বদ্যাপী হয়,

কেহকারে বলে গোদেখই ॥

দ্বিজবর আশিকর, হল গোধুলী সমর,

বরগাত্রে হরিজাদি দেহ ।

দ্বিজেন্দ্রিল অনুমতি, যায় যত রনদতি,

বরগায়ৈ হরিজা মাথায় ॥

দ্বিজকন্যা সকলোরে, কমল প্রণাম করে,

পদধূলি লইল মাথায় ॥

পর দিন হলো প্রভাত, আনন্দে আইবড় তাত  
যত্নে রাণী দিল তারিণীরে ।

আনন্দে ছিজ রমণী, অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি ধনী,  
খাওয়াইল যত্নে কমলেরে ॥

তদপরে রাগাগণ, জলশইতে তখন,  
সকলেতে করিল গমন ।

পরম সুন্দরী নারী, বিচিত্র বসন পরি,  
ধাইয়া আইল সর্বজন ॥

কেহ নিলা কুলা মাথে, কেহ বরণডালা হাথে  
কেহ নিলা ভূঙ্গার করেতে ।

পুলকে পুর্ণিত কার্য, কেহ উলুঙ্গনি দেয়,  
কেহ শঙ্খ বাজায় তুরিতে ॥

অধিনাস আদি যত, শুভকর্ম নিয়মিত,  
আনন্দে সারিল রাগাগণ ।

চণ্ডীবার পদে মন, থাকে জেন অনুক্ষণ,  
এদাসের এই আকিঞ্চন ॥

অথ কমল তারিণীর বিবাহ ।

এথা রায় মহা করি বসিল তখন ।  
 ত্রি দিগ হইতে আইল রাজাগণ ॥  
 পতির কিবা স্তা নাহিক ভুলনা ।  
 জহর বাজে যেন স্তার রচনা ॥  
 ই নতে লক্ষ্য দ্রব্য রাখে স্থানে স্থানে ।  
 কদা জানে কেবা রাখে কেহ নাহি জানে ॥  
 নমতে নানা দ্রব্য করে আহরণ ।  
 নেন বাদ্য বাজে কে করে বর্গন ॥  
 গদিগান্তর হৈতে ভূপতি আইসে ।  
 আকারে নরপতি আপনি সম্ভাবে ॥  
 যখন ব্যক্তি তারে করে সম্ভাষণ ।  
 নেন বসিলেক যত রাজাগণ ॥  
 ল হরিদ্রা বৎস্য করে বিস্তরণ ।  
 য কার কেবা তার করিবে বর্গন ॥

দরিদ্র ভিক্ষুক যত ধনেতে ভুখিল ।  
 ছিঁজগণে নরপতি বহু দান কৈল ॥  
 হেনমতে সেই দিন গত হয়ে যায় ।  
 পর দিন হৈল তবে সন্ধ্যার সময় ॥  
 অনুমতি দিল তবে মন্ত্রসেন রায় ।  
 বরশঙ্কা করি বরে আনহ সভায় ॥  
 সাজয়ে বিচিত্র রথ চলিল নারথি ।  
 সংহতি চলিল তার অসংখ্য পদাতি ॥  
 নানা বাদ্য বাজে তথা কৈকরে গগন ।  
 সুমধুর স্বরে বাজে কতক বাজনী ॥  
 পাইক সহস্র শত ধায় চারি ভিত ।  
 ছিজের বাটীতে গিয়া হল উপনীত ॥  
 রাজ আজ্ঞা পায়ৈ ছিজ নিজালয়ে গেল  
 বরে সাজাইয়া দিতে নারীগণে দৈল ॥  
 পরমসুন্দরী সব ছিজের রমণী ।  
 বরের সীজাঙ্গে বেশ আইল তখনি ॥

দিনাসাজে কমলের আলো করে কপে ।

সবে এ কপ সাজাব কোন কপে ॥

গা কাণি করি তবে যত রাগাগণ ।

বাইল কমলেরে বস্ত্র আঁড়রণ ॥

গন্ধি পুষ্পের মান্য দিলেক গলায় ।

কপে মোহ গেল যত মোহিনায় ॥

জনারী সবে রাজা প্রণাম করিয়ে ।

রে যত গুরুজনচরণ বন্দিয়ে ॥

ধিমতে শুভ্রানি মর্কজনে টৈকল ।

রে ধীরে বাণীর বাহিরে রায় গেল ॥

জেরে প্রণাম করি রথে গিয়া চড়ে ।

রথি চালায় রথ চলে ধীরে ধীরে ॥

ধা রায় সভা করি লয়ে রাজাগণ ।

রুম্পর হয় সবে মিস্তি আলাপন ॥

গুণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় শাস্ত্রের বিচার ।

দ্যা শিক্ষা যে বাহার করয়ে প্রচার ॥



হেনকালে আসি রথ হৈল উপনীত ।  
 বরে দেখি রাজাগণ উঠিল দ্বিরিত ॥  
 রথ হৈতে নাস্বি রায় সভাতে আটল ।  
 ভক্তিভাবে সভাকার চরণ বন্দিল ॥  
 রাজাগণে নরপতি সম্ভাষ করিয়া ।  
 বরাসনে গিয়া রায় বসিলেক গিয়া ॥  
 বরের দেখিয়া কপ যত রাজাগণ ।  
 লাজ পোরে নিজ অঙ্গ করে আচ্ছাদন ॥  
 এক দৃষ্টে নৃপগণ বরে দৃষ্ট করে ॥  
 বররূপ দেখে কারো বাক্য নাহি স্বরে ।  
 অনুমান করি কহে যত নৃপগণ ॥  
 মনুষ্য এমন কপ না দেখি কখন ॥  
 হেনমতে কাণাকাণি করে রাজাগণ ॥  
 দ্বিজআসি দিল সবার মালা চন্দন ।  
 তদন্তরে মন্ত্রমৌলি ষোড়হস্তে কয় ।  
 আশ্রয় করিব এবে কিবা আশ্রয় হয় ॥

তথা ও বলিয়া সবে দিল অনুমতি ॥  
 কমলে লইয়া রাজা চলিল সংহতি ।  
 বিনাহের স্থানে গিয়া কমল বসিল ॥  
 তত লগ্নে নরপতি কন্যা দান কৈল ।  
 দেহ মন্ত পড়িতে লগ্নিল পুরহিত ॥  
 বিবাহ করেন রার বেদের বিহিত ।  
 তা আচার করিতে লইয়া গেল বরে ।  
 লগ্ননা আইল সব বয়ে বসিবারে ॥  
 যেন সুন্দরী সব রাজপুরনারী ।  
 মানন্দে দাপ্তায় নবে বর কন্যা ঘেরি ॥  
 কান ধনী ধুবুরায় প্রদীপ জালিল ।  
 কান ধনী শুঁড়াচাল বর অঙ্গে দিল ॥  
 র প্রদক্ষিণ সরে করে গণ্ডদার ।  
 র কন্যা চাকস করায় আর বার ॥  
 র আচ্ছাদন করি দিল রাশাগণ ।  
 তয়েতে ছুইজনে মেলিল তখন ॥

তারিণীর মন তখন গলাইল ছরে ।  
 নাগরে হেরিল ধনী কটাক্ষের শরে ॥  
 ইসদ হানিল রায় হেরিয়া তখন ।  
 শুভক্ষণে দুইজনে হৈল দরশন ॥  
 বস্ত্র আচ্ছাদন তবে খোলে রমাগণ ।  
 বর কন্যা ছুজনাগ করয়ে বরণ ॥  
 বরের বরণ করে নিয়মাত্মসারে ।  
 হস্তেতে বন্ধন করে মাকু দিয়া করে ॥  
 কেনমতে কুলাচার করে রমাগণ ।  
 বেদবিধিমাতে বিভা কৈল সমাপন ॥  
 বিবাহান্তে ভোজনাদি সর্বজনে করে ।  
 বর কন্যা লয়ে গবে গেল বাসঘরে ॥  
 হৃদয়ে ভাবিয়া চণ্ডিকার ত্রিচরণ ।  
 তদন্তরে কহিলুন বাসর বর্ণন ॥

অথ বাসর বর্ণন ।

বরকন্যা সঙ্গে করে, আনন্দ সহ অন্তরে,

রামাগণ গেল বাস ঘরে ।

বরকন্যা এল সনে, কসাইল দুই জনে,

কুলঙ্গনা চারিদিকে ঘেরে ॥

তবে রামাগণ কর, কহ দেখি মহাশয়,

শুনিতব মধুর বচন ॥

আমাদের এতারিণী, মাঝাপের আদরিণী,

তোমাতে করিল সমাৰ্পণ ।

রূপ দেখ গুণমণি, জিনিয়াছে দিনমণি,

চন্দ্রদেখ পদনখ পরে ॥

দেখত ওহে নখা, কেশে যেম ধাকে ঢাকা,

বাক্য শুনি কোকিল কুহরে ॥

তারিণী পাখিনী ধনী, শুনি অলী গুণমণি,

গুজরিয়া মধুকর পান ।

মধুপানে মত্ত হলে, যেনহে খেকনা হুনে,  
আমাদের এই অবধান ॥

পুরুষ নির্মূর জাতি, বড়ই কঠিন মতি,  
প্রমাণ দেখেছে শুণমণি ।

পদ্মিনী ভ্রমর আশে, নিরন্তর জলেতানে,  
তাবে কবে হবে দিনমণি ॥

দিনমণি যে উদিত, পদ্ম হয় প্রস্কুটিত,  
মধুলোভে এসে মধুকর ।

যে পদ্মেতে মধুপায়, তাতে গিরা মধুখ  
কদাচিৎ রহেনা একান্তর ॥

সে পদ্ম কেমনে রম, মনে ভাবি মহাশয়  
কর দেখি ইহার বিচার ।

পদ্ম রহে অগ্নি, আতপ, অগ্নি কিরে মধু  
মধুলোভে সাহিতাবে আর ॥

কমল কহিছে ধনি, পতাবটে তব বাণী  
শুন আমি করি বিবেচিত ।

একদিন সরোবরে, দিবস দুই প্রহরে,

নিজাবেশে পদ্ম প্রসুতিত ॥

কোণে ছিল অলি রায়, দেখিতে পাইল তার,

মধুখায় মনের হরিষে।

সুখে অলি মধুখায়, পানিনি চতন পার,

দেখে অলি পদ্মে আছে বসে ॥

ভ্রমরে কটু বলে, রহিলেক মামুলে,

সাধে অলি চরণে ধরিয়।

না ভাঙ্গে পদ্মের মান, মনে ভাবি অপমান,

যায় অলি কান্দিয়া ॥

পরে সে পদ্মের গতি, শুন কহি যে দুর্গতি,

পুনঃ অলি তথা না আইল।

পদ্মে মধু পূর্ণ রয়, ভ্রমর না কাছে যায়,

মমানল ছিগুণ বাড়িল ॥

এবে সে পদ্মের কাছে, গুবরে পোকা জন্মিছে,

মধুলোকে তার কাছে আছে।

এখন গাখিনী ধনী, অলি-হেতু উষাদিনী,  
এক্ষণে মিলন হলে বাচে ॥

পুরুষ হৈ নাহি দোষী, নারি শত দোষে দোষী  
প্রমাণ হৈ কহিব তোমারে ।

বাচঞা বাড়ায় মান, কান্দিয়া নোহাগ পাশ  
পরস্পর সকলেতে করে ॥

নাথের শুনিয়া বাণী, বুঝিয়া তারিণী ধনী  
পঞ্চসখী মনেতে জানিল ।

দেখিবারে জামাতারে, রাজরাণী এল দাঃ  
বাসঘরে আসিয়া বসিল ॥

কহিছেন রাজরাণী, আমি দ্বিজের রমণী  
আইলাম জামাতা দেখিতে ।

আশীর্বাদ আমি করি, তারিণীর আচ্ছাদা  
হয়ে কাল হর হরষিতে ॥

এই কপে রামাগণ, বর সহ আলাপন,  
পরিহাস-সকৌতুকে করে ।

কেহ তারিণীরে লসে; কমলের কোলে দিলে,

আনন্দিত হইয়া অন্তরে ॥

বাক্য আলাপনে রায়, বাসরে নিশী-পোহায়,

উদিত হইল দিনমণি ।

বসুদান এই বলে, চাঞ্চিকার শব্দতলে,

ত্রাণ কর শিবসীমন্তিনী ॥

অথ কমল তারিণীর স্বদেশে গমন ।

পর্যায় ।

প্রভাতে উঠিয়া রায় কহিল রাজারে ।

বিদায় করহ যাব জয়ন্তি নগরে ॥

পঞ্চ দিন রাজ্য ছাড়ি রয়েছি হেথায় ।

অবিলম্বে যাব আমি করহ বিদায় ॥

রাজা বলে ভাবনা কি কর বাহাধন ।

নম রথে পাঠাইব তব নিকৈতন ॥

যৌতুক সামগ্রী সব পাঠাইব পশ্চাতে ।

সারথীরে আজ্ঞাদিল রথ সাজাইতে ॥



সাজায় বিচিত্ররথ সারথি তখন ।  
 কি কব রথের লোভানাজায় লিখন ॥  
 কুলাচার কন্মসব রামাগণ করে ।  
 পঞ্চ সখী তারিণীর আইল সহরে ॥  
 কহে তারা আমরা ঘাইব তব সনে ।  
 সেবিব চরণ দোহার বড় সাধ মনে ॥  
 ইঙ্গিত করিয়া আজ্ঞা দিলেক তারিণী ।  
 আনন্দেতে রথে তারা বসিল তখনি ॥  
 রাজরাণী ধরিলেক তারিণীর করে ।  
 কমলের করে দ্বিগুণে সমর্পণ করে ॥  
 বলে বাছা দেখেনোর বড় আদরিণী ।  
 তারা আরাধনা করে পেরেছি তারিণী ॥  
 হেন কন্যা তোমারে করেছি সমর্পণ ।  
 ফুকারিয়া রাজরাণী করয়ে কন্দন ॥  
 নিবারণ করে তাঁরে প্রতিবাসীগণ ।  
 এ সময় কেন রাণী করুহ রোদন ॥

তবে রায় প্রণমিল রাণীর চরণে ।  
 প্রণমিল পুরবাসী যত নারীগণে ॥  
 যোদ্ধা হস্ত করি সবে মাগেন মেলানি ।  
 কান্দিতে জাগিল তবে জতেক রমণী ।  
 তদন্তরে প্রণামল শ্বশুরের পায় ।  
 শিরে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করে রায় ॥  
 দামতারে হেরি রায় কান্দিতে লাগিল ।  
 কেননে বিদায় দিবে প্রাণে বাঁচি বল ॥  
 কহে বাপু তোমা দৌড়ে নারিব পাঠাতে ।  
 কেননেতে ধর্য্য ধরে রহিব গৃহেতে ॥  
 এই রাজ্যে থাক বাপু রাজত্ব করহ ।  
 তোমারে দিলাম আমি রাজপদ লহ ॥  
 বদ্ধ মাতা আছে তব আনহ হেথায় ।  
 তোমা দৌড়ে না দেখিলে জীবন সংশয় ॥  
 এতক শুনিয়া রায় কহে ধীরে ধীরে ।  
 মিনতি করিয়া কহে সুমধুর স্বরে ॥

একবার দেশে যাওয়া হয় শাস্ত্রনত ।  
 পশ্চাৎ করিব ইচ্ছা যে হয় উচিত ॥  
 এত বলি মদ্রসেনে শাস্ত্রনা করিয়ে ।  
 আর যত দ্বিজগণে চরণ বন্দিয়ে ॥  
 সভাসদগণে রায় মাগিয়া মেলানি ।  
 তারিণী সহিত রথে উঠে নৃপমণি ॥  
 পঞ্চ সখী তারিণীর বৈসে বামপাশে ।  
 দিনমণি রথ যেন গগণে প্রকাশে ॥  
 তারিণীর কপে যেন বিজলী খেলায় ।  
 বসনে ঢাকয়ে রূপ ঢাকা নাহি রয় ॥  
 কিঞ্চ সে রূপের শোভা নাহিক তুলনা ।  
 রূপ দেখি মোহিত হইল সর্বজন ॥  
 কোথা যার বলে সবে কান্দে দেখি রায় ।  
 ঘোড়হাত করে রায় সকলেরে কয় ॥  
 ঐশ্বর্য ধর সকলেতে আনিব পশ্চাতে ।  
 সারথিরে আজ্ঞা দিল রথ চালাইতে ॥

আশুগিয়া রথ রহে প্রতিবাসী গগ ।  
 শূন্যেতে চালাই রথ কহিল রাজন ॥  
 \*রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে মারথি তখন  
 শূন্যেতে চালায় রথ পবন গমন ॥  
 কমলের রথ যখন হৈল অদর্শন ।  
 রাজা রাণী দুই লায় করয়ে ক্রন্দনঃ ॥  
 কোথা গো তারিণী বলে কান্দে উভরায়ঃ  
 প্রতিবাসী সবে আসি দৌহারে বুকায়ে ।  
 নিরাশ্রিত এই কন্ম আছে পূর্বাশ্রয় ।  
 বিভা দিলে কন্যা যায় জামতার ঘর ॥  
 তব কন্যা আদরিণী আনিহ তুরিতে ।  
 শোক নাহি করো রাজা ধর্য্যধর চিতে ॥  
 পূর্ববাসী কথা শুনে হির করে মন ।  
 সকলেতে চলি গেল নিজ নিকেতন ॥  
 হেথায় চালায় রথ শূন্যেতে উপরে ।  
 অবিলম্বে গেল রথ জয়ন্তী নগরে ॥

চণ্ডীকার চরণেতে মজাইয়া চিত্তঃ ।

কমল তারিণী লীলা করিব রচিত ।

অথ কমল তারিণীর দেহ ভাগ ।

পয়ার ।

জয়ন্তী নগরে রথ দিল দরশন ।

তারিণী সহিত রায় দাসী পঞ্চজন ॥

রাজপুরি মধ্যে রথ সারথি রাখিল ॥

রাজা এলো বিভা করে এই শব্দ হলো ॥

প্রতিবাসী গণ সব আইলো দেখিবারে ।

কুলের কামিনী সব আইল সত্বরে ॥

অন্দর মধ্যেতে গেল কুল বধ গণ ।

তারিণীরে দেখিবারে চলে শঙ্কজন ॥

অন্তপুরে হৈতে রাণী সুসংবাদ শুনে ।

বহুকে আনিতে জায় প্রকুলিত মনে ॥

কুলবধ নারীগণে সঙ্কেতে লইয়ে ।

মঙ্গলাচরণ অন্য সবে চলে ধৈয়ে ।

সীমাহরণে পাবে বসীয়ে তারিণী ।  
 পদ হেরি চমকিত যতেক রমণী ॥  
 তারিণীর কপে আলো করে রাজপুত্রী ।  
 দৃষ্টি হয়ে দৃষ্টি করে যতেক শুন্দরী ॥  
 লেগে সবে কিবাকপ এই কোমলজন ।  
 দবকল্যা হবে বুঝি হেরা লরমণ ॥  
 তক অঙ্গনা সব একলা হইয়ে ।  
 দর কন্যা ঘরে আনে উলুখনী দিহে ।  
 দলি চরণ সবে করে নারীগণ ।  
 রাজরাণী পুত্রবধূ চুস্থিল বদন ॥  
 অশীর্বাদ করি নিল নিজঘরে ।  
 দাদ্য শব্দ মিত্য গীত নৃত্যকীতে করে ॥  
 নরপী নিজরাজ্য করয়ে রাজন ।  
 নিমেষে হইলো রাজার যুগল নন্দন ॥  
 কিছুদিন গতে রাজা মতা জনে বৈদ্য ।  
 কিছু পুত্রেরাজ্য তার নিয়োজিত কৈল ॥

পারেতে হইলো রাজার আসন্ন সময় ।

তারিণীয়ে কহে প্রিয়ে বলি হে তোমায় ॥

আমার হইল দেখ অন্তিম সময় ।

কি করিব কি হইবে ইহার উপায় ॥

তারিণী কহিছে নাথ কবিনীহে তোমায় ।

বাল্যাবধি আমি সেবিয়াছি চণ্ডিকায় ॥

একবার ডাকি দেখি কি করে শঙ্করা

স্তব করে চণ্ডিকায় যোড় হস্ত করি ॥

বলে নাগো দয়াময়ী দুঃখনিবারিণী ।

আসন্ন সময়ে দেখা দেহ গো জননী ॥

রূপাময়ী তুমি কালী কৈবল্যদায়িনী ।

ধরাতলে ভব নাম ত্রিলোকতারিণী ॥

আমাদের হইয়াছে অন্তিম সময় ।

দয়াময়ী এ দাসীয়ে হও মা সদয় ॥

এতেক বলিয়া যদি তারিণী ডাকিল ।

কৈলাসেতে ভগবতী অন্তরে জাণিল ॥

শ্রীর ঘুচাতে দুঃখ মহেশের জায়া ।  
 ন্যোপরে দেবদানী বলেন অত্যা ॥  
 ওন বাছা তারিণি গো কহিব তোমারে ।  
 স্নান দাসী তোরা মোর বিদিত সংসারে ॥  
 কহানে লইয়া যাত পারি দুই জনে ।  
 কন্তু এক বাগনা শুদ্ধ য় অন অনে ॥  
 মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত করে মুরপুরে ।  
 এই ব্রত খাত কোরা করহ সংসারে ॥  
 পুনর্জন্ম নিতে হবে বনিকের ঘরে ।  
 ব্রতফলে যাবে শুনঃ ঐক্যগনিপরে ॥  
 কলিযুগে মম ব্রত হইবে প্রকাশ ।  
 বাঞ্ছা কর করে যদি পূর্ণ হবে আশা ॥  
 পুত্রার্থির পুত্র হবে ধনার্থির ধন ।  
 দরিদ্র করিলে হবে দুঃখ নিবারণ ॥  
 দেবদানী শুনি দৌছে বিস্ময় তম্বিল ।  
 ততক্ষণে দুই জনে সে দেহ তাজিল ॥



কান্দিতে লাগিল তবে যুগল নন্দন ।  
 দাহকার্য্য ছুজনার কৈল সমাপন ॥  
 অশৌচান্তে আদ্র তবে করে দুই জনে ।  
 নিজ রাজ্য করে দোঁহে মিলি বকুগণে ॥  
 হৃদয়ে ভাবিয়া চণ্ডী চামুণ্ডা কপিণী ।  
 সমাপ্ত হইল এহু কমল তারিণী ॥  
 মহামারা যদি নম পুরাণাভিলাষ ।  
 চণ্ডিকার ত্রতলীলা করিব প্রকাশ ॥

ইতি সমাপ্ত ।

# শুকাশুক পত্র

পত্রাঙ্ক	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৪	কায়েলু	লুকায়ৈ
২১	৮	অলস্য	আলস্য
৬	১৩	ভাণ্ড	শব্দ
৮	১৬	চিত্তা	চিত
২২	৮	যজ্ঞ	যজ্ঞে
২৩	৮	চুপেহ	গোপনেতে
২৫	১১	অালস্য	অলস্য
২৯	৯	চঙ্কীকা	চঙ্কিকা
৩১	১৫	মণ্ডিচা	চঙ্কিকা
৩৪	১০	রথাকটে	রথোপরে
৩৫	৯	স্থান	স্থান
৩৬	১৩	শুব্য	শুভ্র
৩৮	১৩	তথায়	তথায়
৩৯	১১	অধরে	অন্তরে
৪০	১৮	নাবে	পারে

# শুদ্ধিপত্র

৪৪	২	অতলনা	অনুপমা
৪৫	১	শুনি	শুনি
৫২	১৩	শীবে	শাব
৫৯	১৬	বেহার	বিহার
৯৪	১৩	প্রয়সিনী	চন্দ্রাননী
১০৭	৭	করিয়াছ	করিয়াছি
১১০	১৩	করেছ	করেছি
১১৫	২	পাঞ্জ	পাতি
"	১৩	নহারাগী	নহারাগী
১১৬	৪	হুইতে	যুগে
"	৭	বড়ই	যুগ
"	৯	ধেরে	মোরে
"	১২	আনি	আনি
১১৭	৬	পরবাসী	পুরবাসী
"	১২	ফি	তুর্
১১৮	৪	শক্তরে	মন্ত্রে

# শুদ্ধিপত্র

“	৫	তথায়	কোথায়
“	১০	হায়২	হায়৩
“	১১	বান	বানি
১১৮	৮	নাথ	নাথ
১২০	১	বিচ্ছানল	বিচ্ছেদানল
“	৭	শুনিলা	না শুনিলে
১২২	৯	দিনী	দিনে
১২৩	১	ধনু	ধনু
১২৪	৮	নিবু	মিবু
“	“	ব্যাধি	ব্যাধি
২৫	৭	ওমা	তুমি
২৫	৮	শঠতা করিয়ে	বর্জ্যকপা
২৬	৮	নিশাবশে	নিশিষোগে
২৮	৪	আনার	আমার
২৯	৩	ভূপ	ভূপ
“		কমলের	কমলেরে

# শুদ্ধিপত্র

১৩৪	১৪	চুষ	হাভে
১৩৫	১০	নকলের	সকলেরে
১৩৭	৩	চুষ	হাভে
১৩৯	১৪	ভ্রত	ভ্রত
১৪১	১৬	কেশবেশ	কেশ
১৪২	১	বরবে	বকে
১৪৩	৩	বদ্যপী	যদ্যপি
১৪৮	১৬	পাত্রস্থ	পাত্র
১৪৯	১৬	ভরন	নয়

---





